রসভাণ্ড

অর্থাৎ

(ইংরাজী বোকাশিওর ত্রিশটী রসাল গল্প)

কলিকাতা

১১৮ নং অপার চিৎপুর রোড "আর্য্যপুস্তকালয়" হইতে

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৯৫ সাল।

রসভাণ্ড

অর্থাৎ

(ইংরাজী বোকাশিওর ত্রিশটী রসাল গল্প।)

——o——•

প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব।

(১)

কোন ও পাচক স্বীয় প্রভুর আদেশানুসারে একটা বক মাংস পাক করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার প্রণয়িণী সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া তাহার নিকট ঐ বকজঙ্ঘা প্রার্থনা করিল। কিন্তু পাচক রহস্যচ্ছলে তাহার প্রণয়িণীকে সে বিষয়ে হতাশ হইতে বলিল; তাহাতে প্রণয়িণী ক্রুদ্ধ হইয়া প্রণয়ের দোহাই দিয়া কহিল "যদি তুমি আমায় এবিষয়ে নিরাশ কর তবে আর তোমার প্রণয়ে আমার কাজ নাই। এইরূপে উভয়ের মধ্যে ক্রমশঃ বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন প্রণয়ী ক্ষান্ত হইয়া তাহাকে তাহার অভিলষিত বকজঙ্ঘা প্রদান করিল।

অনন্তর সায়ংকালে সেই একজঙ্ঘা বকই প্রভুর ভোজন পাত্রে অর্পিত হইল; কিন্তু তিনি সেই দিবস একজন বন্ধুর সহিত একত্রে ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি এক জঙ্ঘা বক দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পাচককে নিকটে আসিতে অনুমতি করিলেন এবং তাহাকে কহিলেন দুর্ব্বৃত্ত, পামর এই

বকের আর একটী জঙ্ঘা কোথায় রাখিয়াছিস্ শীঘ্র লইয়া আয়। এই কথা শুনিয়া পাচক কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সাহস সহকারে কহিল "মহাশয়! বকের ত এক থানাই পা।" প্রভু এই কথা শুনিয়া দ্বিগুণতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল হতভাগা! তুই কি মনে করিয়াছিস্ আমি কখনও বক দেখি নাই? পাচক তথাপি অস্বীকার করিল এবং কহিতে লাগিল বকের এক থানাই পা; আপনার যথন ইচ্ছা আপনাকে জীবিত বকে তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিব। তথন প্রভু আর অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন স্থির করিয়া কহিল, যদি তুমি উহা দেখাইতে না পার তাহা হইলে আমি তোমাকে ইহার উচিত প্রতিফল দিব। "পাচক তাহাতে স্বীকৃত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রভু তাঁহার পাচক সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে এক নদী তীরে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি নিদ্রিত বকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, "মহাশয় ঐ দেখুন বকসমূহ এক জঙ্ঘা।" প্রভু তাহার কথা শুনিয়া কহিল হতভাগা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর। এই বলিয়া তিনি কিঞ্চিৎ নিকটস্থ হইয়া যেমন করতালি প্রদান করিলেন অমনি বক সকল অপর জঙ্ঘা বাহিরকরতঃ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া উড়িয়া গেল। তখন প্রভু পাচককে সম্বোধন করিয়া কহিল ওহে পাচক বক একজঙ্ঘাই বটে? পাচক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল মহাশয়! আপনি ত কালি সন্ধ্যার সময়ে আহার কালে করতালি দেন নাই তাহা হইলে সেই বক অন্য জঙ্ঘা বাহির করিত। ইহা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিল ঠিক বলিয়াছ, কালি আমার করতালি দেওয়াই উচিত ছিল।

উনিশ বিশ।

(২)

ইটালী দেশে গাওটো নামক এক প্রসিদ্ধ চিত্রকর ছিলেন। ঐ দেশে ফেরিসি নামে এক বিজ্ঞ ব্যবহারবিৎপণ্ডিত ও বসতি করিতেন। ইহাঁরা উভয়ে এক গ্রামস্থ স্ব স্ব প্রমোদ গৃহে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে অত্যন্ত বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন পরিচিত দরিদ্রের আলয়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বৃষ্টি থামিবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ সেই দরিদ্রের গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক গৃহপ্রত্যাগমনের নিমিত্ত সেই দরিদ্র ব্যক্তির নিকট হইতে দুইটী অতি অপরিষ্কার ও কদর্য্য পোষাক ও ঐরূপ দুইটী টুপী গ্রহণ করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে অশ্বারোহণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অবিশ্রান্ত জলে ভিজিয়া ও ঘোটকের পদোত্থিত কর্দ্দমে চিত্রিত হইয়া এবং অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এক প্রকার হাস্যোদ্দীপক মূর্ত্তি ধারণ করতঃ উভয়ে কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃষ্টি ও থামিয়া গেল, আকাশ ও পরিষ্কার হইল। গাওটো অতি উত্তমরূপ গল্প করিতে পারিতেন সুতরাং তিনি নানা বিষয়ের গল্প করিতে লাগিলেন। অনন্তর ফেরিসি সহসা গাওটোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক শ্রীতে কর্দ্দমাদি লাগিয়া কিরূপ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গাওটো ও ফেরিসীকে হাস্য করিতে দেখিয়া তাঁহার অপরূপ মুখশ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ না হাসিয়া আর

থাকিতে পারিলেন না। অনন্তর ফেরিসী, গাওটোকে কহিলেন, যদি কোন অপরিচিত লোক এখন দেখে, তাহা হইলে কি সে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর বলিয়া আপনাকে চিনিতে পারে? গাওটোও কহিলেন বোধ হয় পারিলেও পারিতে পারে। কিন্তু তবে সে যদি আপনাকে দেখিয়া মনে করে যে আপনি কখনও এ, বি, সি, পড়িয়াছেন তাহা হইলেই সে আমাকে চিনিতে পারিবে।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

(৩)

আরেজো নগরে টৌকেনো নামক এক সম্পন্ন ব্যক্তি বাস করিতেন। এই ব্যক্তির গীতা নামে এক অতি সুরূপা স্ত্রী ছিল। এক দিন টৌকেনো নিজ স্ত্রীর চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হওয়াতে তাহার স্ত্রী সন্দেহের কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া ঐ বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনই কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। এ কারণ তাহার স্বামীকে ইহার প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত একদিন রমণী তাহার প্রতিবেশী কোন সুরূপ যুবককে তাহার প্রতি আসক্ত দেখিয়া, ভাব ভঙ্গিতে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং অবসর ক্রমে উভয়েই উভয়ের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন ইহাও স্থির হইল।

ঐ রমণীর স্বামী অতিশয় পানাসক্ত ছিলেন। রমণীও নিজ অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত তাঁহার সেই ব্যসনে প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন; তাহাতে সেই ব্যক্তি একেবারে ঘোরতর মদ্যপায়ী হইয়া উঠিল। এই রূপে স্বামীকে মদ্যপানে আভিভূত রাখিয়া

প্রণয়ী প্রণয়িণীর প্রথম সমাগম সিদ্ধ হইল এবং এই উপায়েই প্রত্যহ তাহারা আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে লাগিল। একদা তাহার স্বামীর সন্দেহ হইল আমার স্ত্রী কেবল আমাকেই মদ্যপান করায় আপনি নিজে কিছুমাত্র গলাধঃকরণ করে না, আমিও পানানন্তর একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়ি, এরূপ করিবার নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। এইরূপে সন্দিগ্ধ হইয়া সেই দিন পুরুষ ছল করিয়া নিতান্ত উন্মত্ত ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল রমণীও তাহাকে নিতান্ত উন্মত্ত দেখিয়া শয্যায় আনয়ন পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে তাহাকে নিদ্রিত বিবেচনা করিয়া স্বীয় উপপতির আবাসে অভিসরণ করিলেন। পুরুষ দেখিলেন যে তাহার স্ত্রী শয্যায় আগমন করিল না। তখন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া কবাট বন্ধ করিয়া গবাক্ষ প্রদেশে উপবেশন পূর্ব্বক স্ত্রীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর রাত্রি প্রায় অবসান হইলে রমণী গৃহে আগমন করিল। কপাট বন্ধ দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হইলেন। দ্বারোদ্ঘাটনের অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর স্বামী গৃহাভ্যন্তর হইতে কহিল "বৃথা চেষ্টা করিতেছ এখানে কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারিবে না যেখানে ইচ্ছা যাও আমি তোমার আত্মীয় ও প্রতিবেশীদিগকে তোমার এই আচরণ জানাইতেছি।" অনন্তর রমণী বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে কহিল "তুমি যাহা মনে করিতেছ আমাকে কদাচ ও তাহা ভাবিও না। আমি কখন ও সেরূপ নহি, যদি তুমি কপাট না খোল তবে এখনই দেখিবে আমি তোমাকে বিপদগ্রস্থ করিব।" টৌকেনো কহি-

লেন "তুমি আমাকে বিপদগ্রস্থ করিবে? তুমি কিরূপে আমাকে বিপদগ্রস্থ করিবে কর।" রমণী কহিলেন "তুমি যে মিথ্যা করিয়া আমার অপবাদ রটাইবে ইহা আমার সহ্য হইবে না। এই দেখ আমি এই কূপে পড়িয়া আত্মঘাতী হই, তখন দেখিবে লোকে তোমাকে মাতাল স্ত্রীঘাতক কহিবে এবং তোমাকেও আদালতের ভয়ে দেশত্যাগী হইতে হইবে।" ইহাতেও টোকেনো দ্বারোদ্ঘাটন করিল না। অনন্তর রমণী কূপসন্নিকটে যাইয়া এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড লইয়া কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে "ভগবান আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন" বলিয়া কূপমধ্যে সেই প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ প্রস্তর মহাশব্দে কূপ তলে পতিত হইল। টোকেনো এই শব্দ শুনিয়া মনে করিল রমণী বুঝি সত্য সত্যই আত্মঘাতিনী হইল। তখন তাড়াতাড়ি কপাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক কূপের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন এদিকে রমণীও দ্বারের পার্শ্বে লুক্কায়িত ছিল। তিনি স্বামীকে কূপের নিকট যাইতে দেখিয়া গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক কবাট বন্ধ করিয়া দিলেন এবং গবাক্ষ প্রদেশে আরোহণ পূর্ব্বক স্বামীকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "এখন আবার জলের দরকার কি? টোকেনো এক্ষণে স্ত্রীকে এই প্রকার বলিতে শুনিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং দ্বারদেশে আসিয়া দেখেন দ্বার অবরুদ্ধ। অনন্তর দ্বারোদ্ঘাটন জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু রমণী কিছুতেই দ্বারোদ্ঘাটন করিলনা। পরন্তু স্বামীকে মাতাল বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। টোকেনোও পত্নীর এইরূপ আচরণে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কটুক্তি করিতে লাগিল। এই রূপে উভয়ের গালাগালিতে প্রতিবেশীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

তাহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইলে রমণী দুঃখিত ভাবে কহিতে লাগিল "আমার হতভাগা স্বামী মদ্যপান করিয়া প্রত্যহই বাটীতে এইরূপ উপদ্রব করে; এত দিন সহ্য করিয়াছি আজি আমি উহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিবনা, দেখি যদি ইহাতেও লজ্জা হয়"। টোকেনো যথার্থ ঘটনা কহিতে লাগিল, এবং পত্নীকে নানাপ্রকারে ভয় দেখাইতে লাগিল। তখন রমণী প্রতিবেশীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন শোন গো তোমরা সকলে শুন। কেমন মানুষ তোমরা দেখ। আমি একাকী সমস্ত রাত্রি গৃহে রহিয়াছি, আর উনি সমস্ত রাত্রি বাহিরে বাহিরে আমোদ করিয়া রাত্রি শেষে গৃহে আসিলেন, ইহাতে আমি হইলাম দোষী আর উনি নির্দ্দোষী। কেমন চালাক মানুষ আপনারা সকলেই ইহাতে বুঝিতে পারিতেছেন। আর ঐ যে কূপের কথা বলিতেছেন,—হইত একে বারে—যেমন পেট ভরিয়া মদ খাইয়াছেন, তেমনি পেট ভরিয়া জল খাইতে হইত। অনন্তর প্রতিবেশীগণ সকলেই টোকেনো-কেই দোষী নিশ্চয় করিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল, এবং অবশেষে এই কথা রমণীর আত্মীয়দিগের কর্ণগোচর হইলে তাহারা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়া টোকেনোকে উত্তম মধ্যমরূপে প্রহার করিয়া এবং রমণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেল। এক্ষণে টোকেনো উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াও রমণীর রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে ভুলিতে না পারিয়া কতিপয় বন্ধুকে মধ্যস্থ করিয়া রমণীকে নিজ আবাসে আনয়ন করিলেন এবং পূর্ব্ব শাস্তি স্মরণ করিয়া রমণীকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দেখিয়া কিছুমাত্র বিরক্ত হইতেন না।

প্রকৃত সতী ও লম্পটের শিক্ষা।

(৪)

মনফেরটের মারকুইস অতি বীর পুরুষ ছিলেন। ইনি ধর্ম্মযুদ্ধে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদেশে গমন করিয়াছিলেন এক দিন রাজা ফিলিপের সভায় কথায় কথায় সেই মারকুইসের কথা উত্থাপিত হইলে, এক ব্যক্তি কহিল এই মারকুইস ও মার্সিয়নেসের তুল্য দম্পতি জগতে আর নাই। মারকুইস যেমন সাহসী বীরপুরুষ তাঁহার স্ত্রীও সেইরূপ সুরূপা ও গুণবতী। এই কথা শুনিয়া ফিলিপের মন এরূপ চঞ্চল হইল যে, যদিও তিনি মারসিয়নেসকে কদাচ চক্ষে দেখেন নাই, তথাপি তাঁহার গাঢ় প্রণয়ে ফিলিপের মন আসক্ত হইল। অনন্তর মারকুইসের অনুপস্থিতিতে স্বীয় অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত জেনোয়া নগরে যাত্রা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। পথিমধ্যে অনুচর সকলকে বিদায় দিয়া কয়েকজন মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে লইয়া জেনোয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং এক দিনের রাস্তা থাকিতে মারসিয়নেসের নিকট সংবাদ দিলেন যে, রাজা আগামী দিবসে তাঁহার অতিথি হইতে পারেন। রমণীও সানন্দে উত্তর দিলেন যে, ইহাতে তিনি রাজার যথেষ্ট কৃপা বিবেচনা করেন এবং মহারাজকেও তিনি হৃদয়ের সহিত সন্তুষ্ট করিবেন। অনেক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়াও রমণী মহারাজের এই অসম্ভাবিত কৃপার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে অনুমান করিলেন যে, বোধহয় তাহার সৌন্দর্য্যই মহারাজের মন আকর্ষণ করিয়াছে। রমণী স্বভাবতই তেজস্বিনী ও উদার। তিনি মহারাজের সমুচিত

সমাদরের জন্য প্রতিবেশী ভদ্র লোকদিগের নিকট পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেশের যাবতীয় কুক্কুটী ক্রয় করিয়া তাহারই দ্বারা নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করাইলেন। পরদিন মহারাজ তথায় উপস্থিত হইলে মারসিয়নেস যথোচিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। মহারাজ দেখিলেন, বাস্তবিকই রমণীর সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। অতঃপর তিনি বিশ্রামার্থ নিজ কক্ষ-মধ্যে গমন করিলেন এবং আহারের সময় উপস্থিত হইলে, মহারাজ ও মারসিয়নেস একত্রে আহারে উপবেশন করিলেন। পরিবারগণও যথাদিষ্ট ও যথোচিত স্থানে আহার করিতে বসিলেন।

মহারাজ সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য ও সুমধুর পানীয়ে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন; অধিকন্তু তাঁহার নেত্রদ্বয় রমণীর রূপরা-শীর সুমধুর ভোগে আরও পরিতৃপ্তি লাভ করিল। মহারাজের এক বিষয়ে নিতান্ত আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, নানা প্রকার সুমিষ্ট খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্তই কেবল কুক্কুটী মাংস। সে দেশে মৃগমাংস ও বন্য পক্ষীর মাংস যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তিনি ও পূর্ব্বাহ্নে আগমন সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন, এ নিমিত্ত কৌতূ-হলাক্রান্ত হইয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন এদেশে কি কুক্কুট জন্মে না, কেবলই কুক্কুটী জন্মিয়া থাকে। রমণী এই প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিয়া তাহার নিজের মনোভাব প্রকাশের উপযুক্ত স্থল বিবেচনা করিয়া সাহসে উত্তর করিলেন "না মহাশয় তাহা নহে। স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্য, পরিচ্ছদ ও উপাধি ভেদে বিভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ সর্ব্বদেশেই একরূপ।" মহারাজ এই উত্তর শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেইরূপ আয়োজনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন

এবং এরূপ সতী সাধ্বীর নিকট তাঁহার প্রার্থনার ফল অনুমান করিয়াও বল প্রয়োগ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া মনের কুপ্রবৃত্তিকে দমন করিলেন। অনন্তর রমণীর আয়োজন ও আতিথ্যের জন্য যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়া সত্বর জেনোয়া প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।

(৫)

এক ডাক্তার বৃদ্ধ বয়সে এক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেন। বৃদ্ধবয়সে তরুণী ভার্য্যাকে যেরূপে তুষ্ট করিতে হয়, ডাক্তারকে সে সমস্ত কষ্টই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু উত্তম উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কারে তিনি প্রেয়সীকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন নাই। ঐ রমণী সহরের যুবকদিগের মধ্যে বগিরীনামক এক যুবা পুরুষকে আপনার প্রণয়পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। যুবক ও রূপসীর ভাব ভঙ্গী বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিল। নগর মধ্যে ঐ যুবকের চরিত্র এতদূর কলঙ্কিত ছিল যে, কোন দুষ্কার্য্য ঘটিলে অগ্রেই তাহার উপর দোষারোপ হইত। যাহা হউক প্রেমিকার চক্ষে প্রেমিকের দোষ কিছুই লক্ষিত হয় না; সুতরাং বগিরীর সহস্র দোষ সত্ত্বেও তরুণী তাহাকে আপনার হৃদয় সহচর স্থির করিয়াছিলেন। একদা উভয়ে আমোদপ্রমোদে মত্ত আছেন এমন সময়ে তরুণী তাহাকে তাহার পূর্ব্বকৃত দোষের জন্য তিরস্কার করিয়া সেই সমস্ত দুষ্ট স্বভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিল এবং ভবিষ্যতে কোনরূপ দুষ্কার্য্যে লিপ্ত না হয় এই

নিমিত্ত সময়ে সময়ে অর্থ প্রদানও করিতে লাগিলেন। এই রূপে গোপনে গোপনে উভয়ের মধ্যে প্রেম ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। একদা তাহার স্বামী কোনও বন্ধুর পদে অস্ত্র চিকিৎসার জন্য তাহাকে অজ্ঞান করিবার কারণ কোনও ঔষধ প্রস্তুত করিয়া একটী বোতলে রাখিয়া দিয়াছিলেন ও সেই দিবস সন্ধ্যার পরই অস্ত্রকার্য্য সমাধা হইবার স্থির ছিল; কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহূত হওয়ায় সেই দিন ঐ কার্য্য স্থগিত রহিল। ডাক্তার নৌকারোহণে সেই লোক সমভিব্যাহারে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আলয়ে গমন করিলেন। রমণী বুঝিতে পারিল যে, সে রাত্রি আর তাহার স্বামী প্রত্যাগমন করিবে না, সুতরাং পরিচারিকা দ্বারা সংবাদ দিয়া স্বীয় প্রণয়ীকে আপন গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক সুখে রাত্রি যাপন বাসনায় নিজ কক্ষ মধ্যে স্বীয় প্রণয়ীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এদিকে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধাবস্থায় রগিণীও প্রণয়িণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন এবং অত্যন্ত পিপাসাপ্রযুক্ত সম্মুখে সেই নিদ্রাকারক ঔষধের বোতল দেখিয়া সুস্বাদু পানীয় বিবেচনাপূর্ব্বক একেবারে তাহা পান করিয়া ফেলিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। অনন্তর বাটীর সকলে স্ব স্ব শয়ন গৃহে গমন করিলে পর তরুণী সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তাহার প্রণয়ী একে বারে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। তখন তিনি তাহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত বিস্তর ডাকাডাকি ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। কিন্তু কোন প্রকারেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিল না। তখন তাহাকে একে বারে মৃত নিশ্চয় করিয়া

যার পর নাই ভীত ও বিষণ্ণ হইলেন ও নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই কলঙ্কের ভয় মনে উদিত হওয়াতে পরিচারিকার সহিত পরামর্শ করিয়া মৃত নিরূপিত প্রণয়ীকে স্থানান্তরিত করিবার পন্থা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহার পরিচারিকা কহিল নিকটস্থ সূত্রধরের দোকানে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিন্দুক পতিত ছিল যদিও এক্ষণে উহা তথায় পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারই ভিতর মৃতদেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিলে লোকে অবশ্যই মনে করিবে যে দুষ্ট চরিত্র রংগিরী কোথায়ও শত্রুর হস্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। রমণী এই পরামর্শই উপযুক্ত বিবেচনা করিল কিন্তু কোন মতেই প্রণয়ীর দেহ ক্ষত বিক্ষত করিতে স্বীকৃত হইল না। অনন্তর পরিচারিকা তথায় সিন্দুক পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তাহার মধ্যে ঐ মৃতদেহ বদ্ধ করিয়া আসিল। সেই রাত্রে দুই জন কুসীদজীবী ঐ সূত্রধরের দোকানে সিন্দুক পতিত দেখিয়া উহা অপহরণের পরামর্শ করিল। মধ্য রাত্রি-তেই তাহারা ঐ কার্য্য সমাধা করিল। বহিয়া লইবার কালীন উহা অত্যন্ত ভার বোধ হইয়াছিল, কিন্তু সে সময় ঐ ভার তাহারা অনুভব করিতে পারে নাই। অনন্তর তাহারা সেই সিন্দুক লইয়া গিয়া গৃহ মধ্যে রাখিয়া গুরুতর পরিশ্রমের পর গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইল। এখানে অনেক্ষণ পরে রংগিরীর চৈতন্য উদয় হইল। সে অদ্ভুত স্থানে আবদ্ধ অনুভব করিয়া মনে মনে স্থির করিল, বোধহয় ডাক্তার আসাতেই তাহার প্রণয়িণী তাহাকে এইরূপ সিন্দুকাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তখন সে কাণ পাতিয়া ঘরের ভিতর কি হইতেছে তাহা শুনি-বার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইল না।

অনন্তর সেই কাষ্ঠময় সিন্ধুকে এক পাশ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিয়া যেমন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবে অমনি সিন্ধুকটী (বন্ধুর স্থানে স্থাপিত থাকায়) গড়াইয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রগিরী বহির্গত হইয়া আস্তে আস্তে বহির্গত হইবার নিমিত্ত দ্বার অন্বেষণ করিতে লাগিল। সিন্ধুক পতনের শব্দে গৃহস্থ সকলেই জাগরিত হইয়া উঠিল এবং "কেও" "কেও" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। রগিরী অপরিচিত স্বর শুনিয়া কোন উত্তর দিল না। তখন তাহারা তাহাকে চোর নিশ্চয় করিয়া পুলিশে ধৃত করাইয়া দিল। অনন্তর পুলিশের তাড়নায় ও যন্ত্রণায় রগিরী আপনাকে চোর বলিয়া স্বীকার করায় তাহার ফাঁসির হুকুম হইল। এই সংবাদ সহরে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, কিন্তু ডাক্তার পত্নী ভিন্ন আর কেহই তাহার দুঃখে দুঃখিত হইল না। রমণীও তাহার পরিচারিকা এই সংবাদ পাইয়া প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল; কিন্তু ডাক্তার গৃহপ্রত্যাগত হইয়া সেই নিদ্রাজনক ঔষধের অনুসন্ধান করাতে রমণী সমস্ত বুঝিতে পারিল।

রমণী প্রণয়ীর দণ্ডের কথা শুনিয়া শোকে বিহ্বল হইলেন এবং পরিচারিকার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিল। পরিচারিণী কহিল যে সূত্রধরের দোকানের সম্মুখে আমি তাহাকে সিন্ধুকাবদ্ধ করিয়া আসিয়াছিলাম সেই সূত্রধরের সহিত অদ্য একটী লোকের বিবাদ হইতেছে। বোধ হয় সেই সিন্ধুকটী তাহাদেরই। সেই ব্যক্তি কুসীদজীবীদিগকে ঐ সিন্ধুক বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া সূত্রধরের নিকট হইতে ঐ সিন্ধুকের মূল্য প্রার্থনা করিতেছে। সূত্রধর কহিতেছে, কুসীদজীবীরা মিথ্যাবাদী তাহারা সিন্ধুক ক্রয় করে নাই, তবে যদি

তাহাদের নিকট সিন্ধুক থাকে, তাহা হইলে তাহারা উহা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া সূত্রধর তাহাকে বিদায় দিলে, আমিও চলিয়া আসিলাম। বোধ হয় ঐ কুসীদ জীবীগণই ঐ সিন্ধুক অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে যদি কোন উদ্ধারের উপায় থাকে, তবে বলুন আমি চেষ্টা করিতেছি। রমণী কহিল, তুমি আমার স্বামীর নিকট গিয়া বল যে, রগিরী আমার আপনার লোক, আমি তাহাকে গৃহে স্থান দিয়াছিলাম এবং নিতান্ত পিপাসা পাওয়ায় বোতলস্থ ঔষধ জল মনে করিয়া তাহাকে পান করিতে দিয়াছিলাম। পরিচারিকা ও প্রভুর নিকট গিয়া তাহাই বলিল এবং আপনার অনুপস্থিতিতে রগিরী আমাকে অনেক তোষামোদ করায় আমি তাহাকে স্থান দিয়াছিলাম এবং তৃষ্ণা পাওয়ায় জল ভ্রমে ঐ ঔষধ পান করিতে দিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি সেই ঔষধের জন্য বিরক্ত হইয়াছেন এবং ইহার জন্য রগিরীকেও মরিতে হইতেছে এই ভাবিয়া আমার মনে বড় দুঃখ হইতেছে আপনি আমায় ক্ষমা করুন। তাহার প্রভু তাহাকে ক্ষমা করিল এবং তাহাকে কহিল দেখ্ যদি তোর রগিরীকে এখনও বাঁচাইতে পারিস্। অনন্তর পরিচারিকা বিচারকের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলে, বিচারক ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিয়া ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সূত্রধরও সিন্ধুকের অধিকারীকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রগিরীকে ডাকিয়াও তাহাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করা হইল। রগিরী পরিচারিকা কর্তৃক পূর্ব্বশিক্ষামত যথাযথ বর্ণন করিল। তখন বিচারক পরিচারিণীর সমস্ত কথা বিশ্বাস করিয়া রগিরীকে মুক্ত করিলেন এবং কুসীদ জীবীদিগকে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিলেন।

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

(৬)

কুরর্ম্মনগরে একব্যক্তি বাস করিতেন। ইনি সাতিশয় পানাহার প্রিয় ছিলেন, এজন্য সকলে তাহাকে উদরপ্রিয় কহিত। তাহার যেরূপ পানাহারে আসক্তি ছিল, তদ্রূপ আহারের সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু স্বভাবতঃ আমোদ প্রিয় থাকাতে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের বাটীতে অনিমন্ত্রিত হইয়াও আহারার্থ উপস্থিত হইত। এই নগরে রাইআগুেলো নামে এক নটবর ছিল। এই ব্যক্তির বেশভূষা দেখিলে বোধ হইত যেন, একটী সুন্দর প্রজাপতি। ইঁহাদের উভয়েরই এক ব্যবসা ছিল। একদিন উদরপ্রিয় রাইআগুেলোকে দুইটী বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ক্রয় করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ মৎস্য কাহার জন্য ক্রয় করিতেছ? রাইআগুেলো কহিল "সিনিয়ার কর্লে গত-কল্য তিনটী মৎস্য উপঢৌকন পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সংকুলান হইতেছে না বলিয়া আর দুইটী কিনিতে কহিয়াছেন। তুমি কি যাবে না?" উদরপ্রিয় কহিল "যাব বৈকি।" অনন্তর যথাসময়ে আহারার্থ কর্লের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কর্লে গৃহদ্বারে কতিপয় প্রতিবেশীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। কর্লে উদরপ্রিয়কে দেখিয়া কহিল "কতদূর", উদরপ্রিয় কহিল এই "আপনার বাটীতেই আপনার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে আসিয়াছি।" অনন্তর আহারের সময় সেই অতিথিকে সঙ্গেলইয়া কর্লে মটরকলাই ও শুষ্ক মৎস্যদ্বারা মধ্যাহ্ন সমাপন করিলেন। উদরপ্রিয়কে অগত্যা তাহাই আহার করিতে হইল। তখন উদরপ্রিয় ইহা রাই-

আঙেলোর ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া ইহার প্রতিশোধের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

রাইআঙেলো সকলের নিকট এইকথা প্রকাশ করিয়াছেন। একদিন উদরপ্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় কহিল "সেদিন কর্ণের বাটীতে ভোজনের ব্যাপারটা কেমন হইয়াছিল"? উদরপ্রিয় কহিল "সপ্তাহ অতীত না হইতেই উহা জানিতে পারিবে।" রাইআঙেলো গমন করিবার পর উদরপ্রিয় এক মুটিয়াকে ডাকিয়া কহিল "দেখ ঐযে ন্যইট যাইতেছেন, এই বোতলটী তাঁহার নিকট লইয়া যাইয়া বল মহাশয়! রাইআঙেলোর নমস্কার জানিবেন। তিনি আপনার নিকট এই বোতলটী পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনার উপাদেয় রক্তিম মদ্যে এই বোতলটী পূর্ণ করিয়া দিন; অদ্য রাইআঙেলোর কতিপয় বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু দেখো যেন মার খাইও না সাবধান তোমাকে ধরিতে পারিলেই সমস্ত নষ্ট হইবে।" মুটিয়া কহিল "আরত কিছুই বলিতে হইবে না।" উদরপ্রিয় কহিল "না আর কিছুই নহে, কেবল যাহা আমি বলিয়াদিলাম এইমাত্র।" অনন্তর সে নাইটের নিকট গিয়া তাহার শিক্ষামত কহিল। এই নাইটের নাম ফিলিপো। ইনি স্বভাবতঃই সাতিশয় ক্রুদ্ধ ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। এই কথা শুনিয়া একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ফিলিপো মুটিয়ার মুখে এই কথা শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিবার জন্যই এইরূপ করিয়াছে। অনন্তর "দাঁড়াও যারজন্যে আসিয়াছ তোমাকে তাহাই দিতেছি" এইকথা কহিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন। মুটিয়া অবসর বুঝিয়া

তথা হইতে সত্বর পলাইয়া উদরপ্রিয়ের নিকট গিয়া যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর উদরপ্রিয়, রাইআণ্ডেলোর অন্বেষণে বহির্গত হইল এবং পথিমধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় কহিল; "নাইট ফিলিপোর সহিত কি তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে? তিনি যে তোমাকে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন।" ইহা শুনিয়া রাইআণ্ডেলো ফিলিপোর অনুসন্ধানে চলিল। উদরপ্রিয়ও কৌতুক দেখিবার জন্য কিছু অন্তরে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ফিলিপো মুটিয়ার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, রাইআণ্ডেলো তাঁহাকে অপমান করিবার জন্যই ঐরূপ করিয়াছে। ঘটনা ক্রমে ঠিক সেই সময়েই রাইআণ্ডেলো তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ফিলিপো রাইআণ্ডেলোকে দেখিয়াই তাহার গণ্ডদেশে সবলে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাইআণ্ডেলো চীৎকার করিয়া কহিল "হা ভগবান! একি?" ফিলিপো তখন তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক "পাজী, হারামজাদ্, আমার সহিত ঠাট্টা; আজ তোকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিব।" এইকথা বলিয়া উত্তম মধ্যম রূপে প্রহার করিল। চীৎকারশব্দে প্রতিবেশীগণ আসিয়া ছাড়াইয়া দিল। অনন্তর সকলে ফিলিপোর ক্রোধের কারণ অবগত হইয়া, সকলেই তাহাকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং কহিতে লাগিল নাইটের সহিত তামাসা। রাইআণ্ডেলো সমস্ত কথাই মিথ্যা বলিতে লাগিল এবং এই সমস্তই যে উদরপ্রিয়ের ধূর্ত্ততা তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উদরপ্রিয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিল "কিহে ফিলিপোর মদ্য কেমন লাগিল।" রাইআণ্ডেলো কহিল "কর্ণের মৎস্য তোমার যেমন

লাগিয়াছিল, ফিলিপোর মদ্যও আমায় সেইরূপ লাগিল।" তখন উদরপ্রিয় কহিল "যখন তোমার এইরূপ মধ্যাহ্ন ভোজন ঘটাইবার ইচ্ছা হইবে, তখন আমিও তোমাকে এইরূপ উত্তম মদ্য দিব।" অতঃপর উভয়েই উভয়ের বন্ধু হইল।

গুপ্তপ্রেম।

(৭)

কোনও ধনী ব্যক্তি একযুবতী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। ঐ যুবতী, ধনীর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। অনেক যুবক সম্পত্তির আকর্ষণে যুবতীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু ঐ যুবতীর সংসারে রুচি ছিল না; ঈশ্বর প্রেমেই তাহার মননিবিষ্ট ছিল। কিছুদিন এইরূপে যুবকগণ কর্ত্তৃক বিরক্ত হইয়া অবশেষে বাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক, কোনও বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া, যাহাতে ঈশ্বরের উপাসনায় জীবন অতিবাহিত হয়, ইহা প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ এইরূপ অল্পবয়স্কা রমণীকে নিজের তপঃসিদ্ধির অন্তরায় অনুভব করিয়া তাহাকে উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণে ইচ্ছা করিয়া কহিলেন, নিকটে একজন দুরূহব্রত সন্ন্যাসী বাস করেন, তিনি আমাপেক্ষা আপনাকে উপদেশ দিতে অধিক উপযুক্ত। অনন্তর যুবতী সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর আদেশমত তরুণ সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া মনোবাসনা জ্ঞাপন করিল। সন্ন্যাসী সাতপাঁচ ভাবিয়া অবশেষে ঐ রমণীর আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, তাহাকে নিজ কুটিরে অবস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। উভয়ে এইরূপে একত্রে ঈশ্বরোপাসনায় কালযাপন করিতে

লাগিল। কিন্তু প্রচণ্ড প্রত্যাপ মদনের শরজালে বিদ্ধ হইয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। একদিন সায়ংকালে উভয়ে একত্রে বসিয়া আছে, এমন সময়ে সন্ন্যাসী কহিল "রমণী, সুয়তান যতদিন নরক হইতে মুক্ত থাকিবে, তত দিন আমাদের তপঃসাধনের ব্যাঘাত হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞায় ধর্ম্মপুস্তক পাঠে তাহাকে নরককুণ্ডে বদ্ধ রাখিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে হইবে।" ঈশ্বর পরায়ণা রমণী ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ করিল। অনন্তর কিরূপে সয়তানকে বদ্ধ করা হইবে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, সন্ন্যাসী নরদেহের বর্ণনা করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গের অধিষ্ঠাতা স্বর্গীয় দূতগণ ও সয়তানগণের উল্লেখ করিলেন এবং কহিলেন, এই অধিষ্ঠিত অঙ্গ বদ্ধ রাখিলেই সয়তান বদ্ধ থাকিবে। অনন্তর উচ্ছৃঙ্খল সয়তানকে নরককুণ্ডে বদ্ধ রাখিয়া উভয়ে নিরতিশয় আনন্দে দেবপূজা ও তপঃসাধন করিতে লাগিল।

এদিকে যুবতীর আত্মীয় স্বজনগণ যুবতীর পলায়নের পর অনেক অন্বেষণ করিয়া অবশেষে ঐ সন্ন্যাসীর কুটীরে তাহার সন্ধান পাইল। তাহারা সকলে যুবতীকে সহরে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিতে লাগিল, যুবতী কিছুতেই সম্মত হইল না। অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে সহরে প্রত্যাগমন করিলেন। যুবতীর আগমনের পর, সম্পন্নযুবকগণ পুনরায় পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করিল। এক দিন যুবতী সমবয়স্কাগণের সহিত কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ নিয়মে অরণ্যে ঈশ্বরোপাসনায় কালযাপন করিতে? রমণী কতক কথায় কতক ইঙ্গিতে উপাসনার বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিল। অনন্তর সমবয়স্কাগণ হাসিয়া

কহিল, সখি তুমি বিবাহ কর; এরূপ উপাসনা আমাদের সহরের লোক ভালরূপ জানে; এত করিয়া ক্লেশ সহ্য করিবার আবশ্যক কি?

আর্সিনো ও গুলিল্মো।

(৮)

জেনোয়া নগরে আর্সিনো ডি গ্রীমল্‌ডো নামে এক অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি বাস করিতেন। তাঁহার তুল্য ব্যয়কুণ্ঠ ও লোভী ভূমণ্ডলে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। সাধারণতঃ জেনোয়া বাসী-গণ ভোগবিলাসী ছিল কিন্তু ঐ ব্যক্তির সেসকল কিছুই ছিলনা।

এই রূপে সামান্যও ব্যয় না করিয়া কেবলমাত্র অর্থ সংগ্রহ করিতে ছিল। একদা গুলিল্মো বসারেচ নামক এক সামাজিক ও রসিক ব্যক্তি জেনোয়া নগরে উপস্থিত হইলেন। গুলিল্মো জেনোয়া অবস্থান কালীন জেনোয়াবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণ সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিত। এই রূপে তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া ব্যয়কুণ্ঠ আর্সিনোর অনেক নিন্দা-বাদ শুনিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করিলেন। আর্সিনো, গুলিল্মোর প্রশংসা শুনিয়াছিলেন। তিনি ভদ্রতার অনুরোধে তাহাকে বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। এই সময়ে আর্সিনোর একটী নূতন প্রাসাদ প্রস্তুত হইতেছিল। তিনি গুলিল্মোর সহিত কথা কহিতে কহিতে তাঁহার সমভি-ব্যাহারী জেনোয়াবাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া আপন নূতন প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত প্রদর্শনের পর আর্সিনো

গুলিয়োকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় আপনি অনেক দেখিয়া শুনিয়াছেন, যদি অনুগ্রহ করিয়া কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারেন, তাহা এই আলয়ে অঙ্কিত করিবার ইচ্ছা করি"। গুলিয়ো কহিলেন "মহাশয় যাহা কেহ কখন দেখে নাই, আমি এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারিনা। তবে বোধ হয়, আপনি কখন দেখেন নাই, এমন কোন বিষয় উল্লেখ করিতে পারি।" অনন্তর গুলিয়ো আর্সিনোকে কহিলেন "দানশীলতা অঙ্কিত করুন।" আর্সিনো এই কথা শুনিয়া এতদূর লজ্জিত হইলেন যে, সেই সময় হইতেই তাঁহার স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি কহিলেন "মহাশয় আমি ইহা আমার আলয়ে এমন সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিব যে, আপনি কিম্বা আর কেহ কখনও বলিতে পারিবেন না যে, আমি কদাচও ইহা দেখিনাই।" এই সময় হইতেই ব্যয়কুণ্ঠ আর্সিনো দানশীল নামে খ্যাত হইলেন।

আর নিজের মুখ দেখিও না তোমার দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেল।

(৯)

ফেসেকা নামক এক যাজকের একটী সুরূপা ভাগিনেয়ী ছিল। রমণী আপনাকে এতই সুশ্রী বিবেচনা করিতেন যে, তিনি সকল পুরুষ ও স্ত্রীকেই কুৎসিত দেখিতেন। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইলেও তাহার নিকট কোন না কোন দোষ বাহির হইত। একদা কোন উৎসবের দিন যাজক তাঁহাকে সত্বর

গৃহে প্রত্যাগতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে! ইহার মধ্যেই যে ফিরিয়া আসিলে? রমণী নানাপ্রকার অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া, চোক, কান, হাত, মুখ বাঁকাইয়া নিজের রূপের গরবে গরবিনী হইয়া কহিলেন, বাবা! তথায় কত শত ভয়ানক ভয়ানক পুরুষ ও স্ত্রী একত্র দেখিলাম। কিন্তু কোন রমণীই কুৎসিত পুরুষদিগকে আমার ন্যায় ঘৃণা করেনা। যাহাতে ইহা না দেখিতে হয়, তজ্জন্যই এত সত্বর ফিরিলাম। যাজক এই কথা শুনিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিরক্ত ভাবে কহিলেন বৎসে! যদি তুমি অপ্রীতিকর লোকদিগকে দেখিয়া এত বিরক্ত হও এবং যদি তুমি সুস্থির হইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার দর্পণ খানি ভাঙ্গিয়া ফেল।

ধূর্ত্তপ্রেমিকা।

(১০)

নেপল্‌স নগরে এক দরিদ্র ব্যক্তি একটী সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করে। ঐ দরিদ্রব্যক্তি রাজমিস্ত্রির কর্ম্ম করিত এবং ঐ রমণী প্রতিদিন চরকা কাটিয়া অতিশয় কষ্টেস্বষ্টে দিন যাপন করিত। তত্রত্য এক যুবক রমণীর রূপে মোহিত হইয়া তাহার নিকট আত্ম মনোরথ জ্ঞাপন করিলে রমণী তাহাতে সম্মতা হইল। কিন্তু মিস্ত্রি বাটীতে থাকিলে কিছুতেই মনোরথ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং যখন মিস্ত্রি কার্য্যে বহির্গত হইত, সেই সময়েই যুবক আসিয়া রমণীর সহিত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইত। প্রত্যহই এই রূপ আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল। এক দিন প্রাতঃকালেই মিস্ত্রি কার্য্যোপলক্ষে

বহির্গত হইয়া গেলে যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু মিস্ত্রি অল্পক্ষণ পরেই প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গৃহের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল এবং মনে মনে স্ত্রীর সাবধানতার প্রশংসা করিতে লাগিল। এদিকে রমণী কপাটে করাঘাত শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিলেন যে তাহার স্বামী প্রত্যাগত হইয়াছে। তখন রমণী যুবককে কহিল সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমার স্বামী আসিয়াছে। এত শীঘ্রকেন প্রত্যাবৃত্ত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হয়ত তোমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থাকিবে। যাহা হউক তুমি এই টবের মধ্যে প্রবেশ কর আমি দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখি। অনন্তর যুবক তদনুরূপ করিলে রমণী দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক স্বামীকে কুপিত ভাবে কহিতে লাগিল "বলি এত সকাল সকাল ফিরিলে যে? বোধ করি কাজ কর্ম্ম আর মন যায় না; তা কি খেয়ে বাঁচিব? তুমি কি মনে কর আমার যা দুই এক খান গহনাপত্র আছে তাহাই বাঁধা দিবে? আমি কিনা সমস্ত দিন রাত চরকা কাটিয়া মরি, লোকে কতই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, আর তুমি বাবুটীর মত থাকিবে কোন কাজ কর্ম্ম করিবে না। আমার পোড়া কপাল! আমি কুক্ষণেই জন্মিয়াছি যে, তোমার হাতে পড়িতে হইয়াছে। আমার কিসের বয়স! আমার মত কত যুবতী নাগর লইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত রহিয়াছে আর আমি ওঁর শ্রীচরণে পতিত আছি বলিয়া আমার উপর এইরূপ ব্যবহার। আমার কি বয়স গেছে? কত কত বাবু টাকা হাতে কোরে আমার পাছু পাছু ঘোরে, কিন্তু আমি কি তেমন ঘরের মেয়ে যে সামান্য অর্থের জন্য নষ্ট করিব? আমি এত কষ্ট সহ্য করিতেছি আর তুমি কিছুই কাজ কর্ম্ম করিবে না। এরূপ

করিলে কেমন করিয়া চলিবে ?" মিস্ত্রি কহিল "তা এত রাগ কেন ? আমি কি তোমায় জানি না ? তোমার মত গৃহিনী কয় জনের ভাগ্যে ঘটে ? আমি কাজে গিয়াছিলাম কিন্তু আজ পর্ব্ব দিবস বলিয়া কাহারও স্মরণ ছিলনা। অদ্য কার্য্য বন্ধ, সুতরাং ফিরিয়া আসিতে হইল"। যাহা হউক খাওয়া এক রকম চলিবে এখন। আমি ঐ টবটী এক জনকে তিন টাকায় বিক্রয় করিয়াছি। রমণী কহিল "বেশ করিয়াছ, তোমরা পুরুষ মানুষ কত জায়গায় যাও আর আমি স্ত্রীলোক ঘরে বসিয়া থাকি, আমি ঐ টবটী এক জনকে চারিটাকায় বিক্রয় করিয়াছি। সে উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া ভাঙ্গা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে"। মিস্ত্রি গৃহিনীর এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহার সমভিব্যাহারী ক্রেতাকে কহিল তবে তুমি যাও, শুনিলে, টবটী চারি টাকায় বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া সেই লোকটী চলিয়া গেল। তখন রমণী কহিল "তবে ইহার সহিত দরদস্তুর কর"। যুবক এতক্ষণ তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। এখন সে টবের ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া কহিল "সেই স্ত্রীলোকটী কোথায় গেল ?" মিস্ত্রি কহিল "এই যে আমি আছি ; আমার সহিত কথাবার্ত্তা হউক"। যুবক কহিল "তুমি কে ? যে স্ত্রীলোকটী আমাকে এই টবটী বিক্রয় করিয়াছেন তিনি কোথায় ?" মিস্ত্রি কহিল আমার সহিত কথাবার্ত্তা হউক, সে রমণী আমার গৃহিণী। অনন্তর যুবক কহিল "হাঁ টবটী ছাঁদা ফুটা নহে বটে, কিন্তু ইহার চতুঃপার্শ্বে কি জমিয়া রহিয়াছে তাহা পরিষ্কার না করিলে আমি লইতে পারি না।" তাহা শুনিয়া রমণী কহিল "আপনি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, কর্ত্তা এখনই উহা

পরিষ্কার করিয়া দিতেছে।” অনন্তর মিস্ত্রী একটী আলোক ও একটী লৌহখণ্ড হস্তে লইয়া টবের মধ্যে প্রবেশ করতঃ চতুঃপার্শ্বে চাঁচিতে লাগিল। এদিকে নাগর নাগরী গৃহস্বামী উপস্থিত থাকায় ও চক্ষুর অন্তরালে মনের সুখে আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিল। অনন্তর মিস্ত্রি নিজ কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক টবের ভিতর হইতে বহির্গত হইয়া যুবকের হস্তে আলোকটী প্রদান করিয়া দেখিয়া লইতে কহিলেন। যুবক একবার ভিতরে গিয়া মিস্ত্রির হস্তে চারিটী টাকা প্রদান পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভট্টাচার্য্য বুদ্ধি।

(১১)

এক ধনী বস্ত্র ব্যবসায়ীর এক অতি রূপসী স্ত্রী ছিল। ইনি কোনও উচ্চবংশ সম্ভবা ছিলেন, একারণ তিনি সমধিক ধনশালী ব্যবসায়ী ও বণিকদিগকে ও আপনার মর্য্যাদানুরূপ উচ্চ বংশীয়া স্ত্রীলোকদিগের সমতুল বিবেচনা করিতেন। ঐ রমণী দেখিলেন যে, তাঁহার স্বামী স্বীয় ব্যবসা ভিন্ন প্রেম, প্রণয় ইত্যাদি কিছুই ভাল বুঝিতেন না। এই নিমিত্ত তাহার স্বামীর সহিত তাহার প্রণয় ততদূর দৃঢ় ছিল না। ঐ রূপসী ঐরূপ স্বামীর উপর অশ্রদ্ধা করিয়া নিজের অনুরূপ এক নাগর স্থির করিলেন। উভয়েরই সমান বয়স; ঐ রূপসী সেই পুরুষের প্রণয়ে এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাকে দেখিতে না পাইলে রাত্রিতে নিদ্রা যাইত না। কিন্তু তাহার স্বামী ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না এবং তাহার স্ত্রীর উপর ও বিশেষ

অনুরাগ ছিল না। স্ত্রীলোকটীও এরূপ সতর্ক ছিল যে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিত।

রমণী জানিতেন যে সেই পুরুষের সহিত কোন এক উদাসীনের বিশেষ মিত্রতা ছিল তাঁহাকে সকলেই ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতেন। রমণী ইহাঁকে নিজকার্য্য সিদ্ধির উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, তাঁহার অবসর সময়ে রমণী তাঁহার নিকট খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারে নিজ দুষ্কৃতি উল্লেখ করিবেন।

উদাসীন দেখিলেন যে, রমণী কোনও ধনবানের গৃহিণী সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ অবসর জ্ঞাপন করিয়া তাহার দুষ্কৃতি শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর রমণী আপনার বক্তব্য শেষ করিয়া কহিলেন, পিতঃ আমি আপনার নিকট কোনও বিষয়ে পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আমার স্বামী আমাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় জ্ঞান করেন; অধিকন্তু তিনি সাতিশয় ধনবান। যখন আমার যে কোন দ্রব্যের ইচ্ছা হয়, আমার সন্তোষ সাধনার্থ তখনই তাহা আনয়ন করিয়া প্রদান করিতে ত্রুটি করেন না। এই সকল কারণে আমি তাঁহার গুণে নিতান্ত মুগ্ধা এবং তিনিও আমাকে যৎপরোনাস্তি ভাল বাসেন। স্ত্রীলোক এরূপ স্বামীর তুষ্টির জন্য কিনা করিবে? কোন্ মহিলাই বা এরূপ স্বামীর অনিচ্ছার কার্য্য করিবে? যাহাতে তাঁহার মান মর্য্যাদা সম্পূর্ণ থাকে. তাহার বিপরীত ইচ্ছা মনে হওয়া অপেক্ষা আমার পক্ষে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। কিন্তু একজন সর্ব্বদাই আমার অনুসরণ করিতেছে; বলিতে পারিনা সেই ব্যক্তি এখানেও আমার অনুসরণ করিয়াছে কিনা। এই জন্য আমি বাটীর বাহির

হইতে পারিনা ; এমন কি গবাক্ষ দ্বারে আসিলেও সেই ব্যক্তিকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখি। অতএব আমার আশঙ্কা হইতেছে, সর্ব্বদা এরূপ হইলে শীঘ্রই লোকে আমার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিবে। আমি তাহার নাম জানিনা ; কিন্তু শুনিয়াছি, সেই ব্যক্তির সহিত আপনার বিশেষ আলাপ আছে এবং তিনিও সর্ব্বদা এই স্থানে যাতায়াত করেন। তাহাকে দেখিতে বেশ ভদ্রলোকের মত, দোহারা, সুশ্রী ও পরিচ্ছদ পাটল বর্ণের। এক বার মনে হয়, আমার ভ্রাতাদিগকে ইহা বলি; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় যে তাহা হইলেই এই বিষয় লইয়া বিষম কলহ বিবাদ বাধিবে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ইহার প্রতীকারের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি এই ব্যক্তির বন্ধু। যখন অপরিচিতকেও উপদেশ দানে সংশোধন করা আপনার কার্য্য তখন বন্ধুর জন্য আপনি অবশ্যই এই কার্য্য করিবেন। ঈশ্বরের দোহাই, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। সহরে অনেক রমণী আছেন যাহাদের স্বভাব এইরূপ এবং তাঁহারা নাগর পাইলেই সন্তুষ্ট হন। আমার রীতি নীতি ত সেরূপ নহে, তবে আমাকে এরূপ করিয়া যাতনা দিবার আবশ্যক কি? এই কথা বলিয়া রমণী অবনত মস্তকে রহিলেন, উদাসীন মনে করিলেন যে, রমণী বাস্তবিকই কহিয়াছে এবং অবশেষে অপমানে অবনতমুখে ক্রন্দন করিতেছে। অনন্তর সেই রমণীকে তাহার সচ্চরিত্রের জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে, তিনি আর ভবিষ্যতে সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরক্ত হইবেন না। অবশেষে রমণীকে ধনসম্পন্না বুঝিতে পারিয়া দান ধ্যানের কথা কহিয়া নিজেরও কিঞ্চিৎ অভাব জ্ঞাপন করিলেন। রমণী তাঁহাকে সানুনয়ে কহিলেন, মহাশয় যদি

সেই ব্যক্তি ইহা একেবারে অস্বীকার করেন, তবে আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে কহিবেন আমি স্বয়ং আপনাকে এ সমস্ত কহিয়াছি। অনন্তর উদাসীনের হস্তে বন্ধু বান্ধব দিগের তর্পণার্থ কতকগুলি মুদ্রা দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উদাসীনের সেই বন্ধু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রতি দিনই তথায় আসিতেন। তাঁহার সহিত অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর অবশেষে তাঁহাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া সেই রমণীর প্রতি উক্ত রূপ ব্যবহারের জন্য মিষ্ট ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন যে, তিনি কদাচিৎ ঐপথে গতায়াত করেন। উদাসীন কহিলেন আর গোপনের আবশ্যক নাই, গোপন করিওনা; ইহা জনশ্রুতি নহে; সেই সুশীলা রমণী তোমার ব্যবহারে অসন্তুষ্টা হইয়া স্বয়ং আসিয়া আমাকে সমুদয় কহিয়া গিয়াছেন। যদি জগতে কোন দুষ্কর্ম্মবিরতা রমণী থাকে তবে এই রমণীই তিনি। আমি অনুরোধ করিতেছি, আর এরূপ করিওনা তাহাতে তুমিও সুখে থাকিবে এবং এই রমণী ও তোমা হইতে বিরক্তা হইবেক না।

তিনি উদাসীনের ন্যায় বল বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন না; রমণীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট যেন অপ্রস্তুত হইয়াছেন এই রূপ ভাব দেখাইয়া আর তদ্রূপ আচরণ করিবেন না ইহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর উদাসীনের নিকট বিদায় লইয়া রমণীর আবাসোদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় গবাক্ষ দ্বারে রমণীকে প্রফুল্লা দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, তিনি রমণীর মনোগত ভাব যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছেন। তদবধি কোন না কোন ছল করিয়া প্রায়ই সেই পথ দিয়া গতায়াত করিতেন।

কিছু দিন পরে রমণী দেখিলেন যে সেই পুরুষও তাঁহার ন্যায় আসক্ত। তখন রমণী প্রণয়ের প্রমাণ প্রদর্শন করাইবার জন্য পুনরায় উদাসীনের নিকট গমন করিলেন। তথায় তাঁহার চরণে পতিত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উদাসীন ইহা দেখিয়া স্নেহ সহকারে কহিলেন "আবার কি কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে"? রমণী কহিলেন "আপনার সেই হতভাগা সুহৃদের জন্যই আবার আসিতে হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি কি কেবল আমাকে জ্বালাতন করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে?" উদাসীন কহিলেন "সে কি? আজিও আপনাকে সেই ব্যক্তি বিরক্ত করিতেছে?" রমণী কহিল "হাঁ মহাশয়, নিতান্ত জ্বালাতন আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে কদাচিৎ বাটীর সম্মুখ দিয়া এক বার যাইত কিন্তু সেই কথা বলার পর প্রতি দিন পাঁচ সাত বার গতায়াত করিতেছে। কেবল ইহাতেই ক্ষান্ত হয় নাই, ঐ ব্যক্তি এতদূর সাহসী যে অদ্য আমার নিকট পরিচারিকা দ্বারা তাহার জঘন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া এই দোষপূর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছে, আমার যেন অর্থেরই অপ্রতুল। আমি প্রথমে সেই দুষ্টা পরিচারিকাকে তিরস্কার করিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল যদি ঐ দুষ্টা টাকা গোপন করিয়া হতভাগাকে মিথ্যা করিয়া বলে যে, আমি সে সমস্ত গ্রহণ করিয়াছি তবে ঐ দুষ্ট আমাকে আরও জ্বালাতন আরম্ভ করিবে; সুতরাং সেই দুষ্টাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত কাড়িয়া লইয়া আসিয়া আপনার পাদদেশে অর্পণ করিলাম। আপনি সেই দুর্বৃত্তকে এই সমস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া তাহাকে ইহা হইতে বিরত হইতে কহিবেন। এবং তাহাকে বলিবেন

যে তাহার প্রদত্ত কোন পদার্থে আমার প্রয়োজন নাই। ভগবান্ আমার স্বামীকে চিরজীবী করুন; তাঁহার অনুগ্রহে আমার টাকা কড়ির কিছুই অপ্রতুল নাই। এবং তাহাকে আরও কহিবেন সে যদি এখনও বিরত না হয় তবে আমাকে আমার পতি ও ভ্রাতাদিগকে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিতে হইবে। ইহাতে যাহা ঘটে তাহাতে আমি আর কি করিব? যাহাতে আমাকে কলঙ্কের ভাগিনী হইতে না হয় তাহাই আমার প্রার্থনা।

ইহা কহিয়া রমণী এক মুদ্রাপূর্ণ কোষ ও এক বহুমূল্য কটিবন্ধ তাহার পরিচ্ছদের মধ্য হইতে বাহির করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার পাদদেশে অর্পণ করিলেন। তিনি সমস্তই সত্য বিবেচনা করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। "বৎসে তোমার মত সুশীলা এই সকল বিষয়ে এতাদৃশ খিন্ন হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু আমার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিয়াছ এই জন্য তুমি আমার বিশেষ প্রশংসার পাত্রী। আমি তাহাকে সেদিন বিশেষ তিরস্কার করিয়াছি কিন্তু দেখিতেছি তিনি আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াও তদনুসারে কার্য্য করেন নাই। যাহা হউক আমি পুনরায় এ বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহাকে বিশেষ তিরস্কার করিব। ক্রোধের বশীভূত হইয়া কাহাকেও এ বিষয় প্রকাশ করিও না। যখন সৎপথে আছ কিছুতেই কলঙ্কের ভয় নাই; ইহার জন্য আমি ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়েরই নিকট সাক্ষ্য আছি। এই কথা শুনিয়া রমণী যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন এবং এই শ্রেণীস্থ লোকদিগের অর্থ গৃধ্নুতা সবিশেষ অবগত থাকিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন পূজনীয়!

কয়েক রাত্রি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি যেন আমার মৃত আত্মীয়গণ আসিয়া আমার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। বিশেষতঃ আমার মাতা দীনভাবাপন্ন হইয়া আমার নিকট যেন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। বোধ হয় এই সমস্ত কারণে আমি এত যন্ত্রণা পাইতেছি। এই স্বর্ণ মুদ্রাটী গ্রহণ করুন আপনি তাঁহাদিগের উদ্দেশে সাধু প্রেতাত্মাদিগের নিকট স্তোত্র পাঠ করিবেন।" উদাসীন ইহা সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং যথোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ রমণীকে বিদায় দিলেন। অনন্তর তাহার বন্ধুকে পত্র দ্বারা আনয়ন করিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে উদাসীন স্বপ্রকৃতিস্থ নহেন, দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন বোধ হয় রমণী অদ্য তথায় আসিয়াছিলেন। অনন্তর উদাসীন পূর্ব্বের ন্যায় তিরস্কার আরম্ভ করিলেন, ভদ্রলোকটীও নীরিহ ভাবে সমস্তই অস্বীকার করিতে লাগিলেন। তখন উদাসীন অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ঠ হইয়া কহিলেন, "দুর্বৃত্ত কিরূপে ইহা অস্বীকার করিতেছ? এই তোমার প্রদত্ত সেই মুদ্রাকোষ ও কটী বন্ধ, সেই রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা আমার নিকট প্রদান করিয়া গিয়াছেন, দেখ দেখি চিনিতে পার কি না"?

তখন ভদ্রলোকটী যেন নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়াছেন এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া কহিলেন "আমি স্বীকার করিলাম এই কার্য্য আমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। এখন আমি ইহার চরিত্র বুঝিলাম আর আপনি এই জন্য অভিযোগ শুনিবেন না।" অনন্তর নির্ব্বোধ উদাসীন তাহাকে নানারূপ উপদেশ দিয়া সেই ব্যবসায় হইতে বিরত হইতে কহিয়া মুদ্রাকোষ ও কটিবন্ধ প্রদান করিলেন। ভদ্রলোকটী দেখিলেন রমণীর

তাহার উপর নিতান্ত অনুগ্রহ এবং তিনি রমণীদত্ত উপহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কোনও উপযুক্ত স্থান হইতে তাঁহার প্রদত্ত উপহার প্রাপ্তি অবগত করাইলেন। রমণীও ইহাতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

এইরূপ নাগর নাগরী উভয়ে উভয়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কেবল সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন সওদাগর কোনও কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরিত হইলে রমণী সেই উদাসীনের নিকট আসিয়া পূর্ব্ববৎ অভিযোগ করতঃ ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। অবশেষে কহিলেন, তাত! আর ঐ দুর্ব্বৃ-ত্তের সাহস ও অত্যাচার সহ্য হয় না। কিন্তু আপনার উপদেশ গ্রহণ না করিয়া আমি কোনও কার্য্য করিবনা এই কার-নেই আপনার নিকট আসিয়াছি। ঐ দুর্ব্বৃত্ত অদ্য প্রত্যূষে, কোথা হইতে বলিতে পারিনা, আমার স্বামীর অনুপস্থিত সংবাদ পাইয়া গৃহের পার্শ্বস্থ উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিল। তথায় গবাক্ষ সন্নিহিত এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গবাক্ষ উদ্ঘাটন পূর্ব্বক আমার গৃহে প্রবেশ করিতে অভিলাষ করিয়া-ছিল; সৌভাগ্যক্রমে জাগরিত ছিলাম, নচেৎ আমার অদৃষ্টে কি ছিল বলিতে পারি না। যখন জাগরিত হইলাম, তখন আমাকে চীৎকার করিতে উদ্যত দেখিয়া সেই দুর্বৃত্ত ভগবানের নাম করিয়া আমার নিকট নিতান্ত বিনীত হইয়া আত্ম পরি-চয় প্রদান পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমি তৎক্ষণাৎ গবাক্ষ দ্বার বন্ধ করিলাম। দেখুন আর এসকল কি সহ্য হয়? কেবল আপনার জন্যই এত দিন সহ্য করিয়া আছি।" তখন উদাসীন ব্যাকুল ভাবে কহিলেন তুমি যাহাকে দেখিয়াছিলে সেই ব্যক্তি কি তিনি? কিম্বা অপর কেহ? রমণী কহিল ইহা

কি আর ভ্রম হইতে পারে ? ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যদি সেই দুর্বৃত্ত অস্বীকার করে তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। উদাসীন কহিলেন "বৎসে, আমি বেশ বুঝিলাম এই ব্যক্তি অতি দুর্বৃত্ত। আমি ইহাকে পুণ্যাত্মা সাধু মনে করিতাম। এখন সে ভ্রম দূর হইল। তুমি আমার অনুরোধে এত দিন চুপ করিয়া ছিলে, এবারও আমার কথা শুন; যদি এবার তিরস্কারে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারি কিম্বা যদি তাহার কিছু জ্ঞান না হয় তবে তুমি অবশ্যই অন্য উপায় অবলম্বন করিবে। রমণী কহিলেন, "এবারও আমি আপনার অনুরোধে চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু আর আমি আপনাকে অধিক ক্লেশ দিব না, যদি পুনশ্চ আমি বিরক্ত হই তবে আর আপনার নিকট আগমন করিব না"। অনন্তর আর কিছু না কহিয়া রমণী যেন নিতান্ত খিন্নভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রমণীর প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই সেই ভদ্র লোকটী তথায় উপস্থিত হইলেন। উদাসীন তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন ও নির্জ্জনে লইয়া যৎপরোনাস্তি কটুক্তি করিলেন। অনন্তর ভদ্রলোকটী কহিলেন "কেন কি হইয়াছে ? কি এত তিরস্কারের কর্ম্ম করিয়াছি ?" উদাসীন কহিলেন "কি পাপিষ্ঠ, কি মিথ্যাবাদী, কি সাহসিক! যেন এত দিনের ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহার কিছুই মনে নাই। আজ প্রত্যূষে কোথায় গিয়াছিলে"? ভদ্র লোক কহিলেন আমি তাহা বলিতে পারিনা, যাহা হউক আমি কোথায় ছিলাম আপনি শুনিয়াছেন? উদাসীন কহিলেন "হাঁ, শুনিয়াছি! তুমি বোধ হয় নিশিতে সংবাদ পাইয়াছিলে যে অদ্য সেই রমণীর স্বামী বাটী ছিলনা। কি ভদ্রতা! রাত্রিতে

গৃহস্থের বাগানে প্রবেশ করেন এবং বৃক্ষে উঠিয়া কক্ষে প্রবেশ করিতে যান। তুমি বোধ হয় মনে করিয়াছ ঐরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেই সেই সুশীলা রমণীর মন পাইবে। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও ঐ রমণী তোমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। যাহা হউক এত দিন আমার অনুরোধে তোমার কোন বিপদ ঘটেনাই, কিন্তু আমি আর অনুরোধ করিতে পারিব না। রমণী স্বয়ং কহিয়াছেন, এবার এরূপ বিরক্ত হইলে তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিবেন। আমাকে ইহাতে সম্মতি প্রদান করিতে হইয়াছে। এই সকল বিষয় ঐ রমণীর স্বামী ও ভ্রাতাদিগের কর্ণ গোচর হইলে তোমার কি বিপদ ঘটিবে বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি!" ভদ্রলোকটী উদাসীনের ঐসমস্ত কথা শুনিয়া কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার নিকট আর বারান্তরে এরূপ আচরণের বিষয় শুনিতে হইবে না ইহা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাত্রিকালে বাগানে প্রবেশপূর্ব্বক গবাক্ষের নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া মুক্ত দ্বার গবাক্ষের নিকট সেই রমণীকে দণ্ডায়মানা দেখিতে পাইলেন। রমণী তাঁহার আগমনে অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক সমাদরে গৃহে আহ্বান করিলেন এবং সকরুণ উদাসীনের মধ্যস্থতার জন্য যথেষ্ট ধন্য বাদ দিলেন। অনন্তর সেই ব্যক্তি উদাসীন কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে, সুবিধা পাইলেই রমণী কক্ষে উপস্থিত হইয়া উদাসীনের অনুগ্রহ জন্য তাঁহাকে ধন্য বাদ দিয়া উভয়ে উভয়ের মনোবাসনা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন।

তাঁতিকুল গেল ও বৈষ্ণব কুলও গেল।

(১২)

মিলান নগরে এক জর্ম্মন সেনা বাস করিত। তিনি দেখিতে সুশ্রী ও ব্যবহারে ভদ্র ছিলেন, এবং যাহার যাহার সহিত তাহার পরিচয় ছিল সকলেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন। তিনি ঐ দেশীয় এক বণিক পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রণয়ে পতিত হইয়া অতি গোপনে গোপনে এই কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক দিন সেই রমণীর নিকট আপন প্রার্থনা জানাইলে রমণী তাঁহার মনোবাসনা পরিপূরণের জন্য অর্থ প্রার্থনা করিল। সৈনিক পুরুষ তাহাকে এরূপ নীচাশয় দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তাহাকে ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর সৈনিক রমণীর প্রার্থনায় বাহ্যিক হর্ষ প্রকাশ করিয়া কেবল এই মাত্র প্রস্তাব করিল যেন তাহার একটী বন্ধু ভিন্ন এই বিষয় অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ না হয়। রমণী ইহাতে সম্মতি প্রদান করিল এবং কহিল অল্পদিনের মধ্যেই আমার স্বামী জেনোয়া যাত্রা করিবেন এবং তাঁহার গমনের পরই সুবিধা অনুসারে তাঁহাকে আহ্বান করিবেন। ইহার পর সৈনিক কোনও বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ বণিকের নিকট হইতে ২০০ শত টাকা প্রার্থনা করিল। বণিক ইহাতে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই মুদ্রা প্রদান করিল।

অনন্তর বণিকের জেনোয়া যাত্রার পর এক দিন রমনী সৈনিককে নিজ আবাসে আহ্বান করিলেন; সৈনিক দুই শত মুদ্রা লইয়া তাঁহার সেই বন্ধু সমভিব্যাহারে রমণীর আবাসে

উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া রমণীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন আপনি এই দুই শত মুদ্রা রাখিয়া দিন, আপনার স্বামী গৃহে আসিলে তাঁহাকে দিবেন। রমণী "আচ্ছা" বলিয়া ঐ মুদ্রা গ্রহণ করিল। কিন্তু সৈনিকের কথার তাৎপর্য্য যথার্থ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল বোধ হয় সৈনিক নিজ বন্ধুর নিকট সমস্ত বিষয় গোপন করিবার জন্যই এই রূপ কহিল। অনন্তর দুই শত মুদ্রা গুণিয়া দেখিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। মুদ্রা বাক্সে বদ্ধকরত সৈনিককে নিজ কক্ষে আনয়ন করিল। সৈনিক বণিকের অনুপস্থিত কাল যাবৎ রমণীর সহিত সুখে দিনযাপন করিতে লাগিল। অনন্তর বণিক গৃহে প্রত্যাগত হইলে সৈনিক নিজ বন্ধুর সহিত তাঁহার আবাসে গমন করিয়া রমণীকে তথায় আসীন দেখিয়া বণিককে কহিল মহাশয় আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে দুইশত মুদ্রা দিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন তাহা আমি আপনার স্ত্রীর নিকট দিয়া গিয়াছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক্ষণে আমার হিসাব চুকাইয়া দিউন। বণিক নিজ স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন, রমণীও স্বামীকে সমুপস্থিত দেখিয়া আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রমণী তাহার নিকট মুদ্রা পাইয়াছি বলিয়া স্বীকার করিল এবং কহিল আপনাকে বলিতে বিস্মৃত হইয়া ছিলাম। অনন্তর বণিক সৈনিককে তাহার হিসাব চুকিয়া যাইল কহিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। রমণীও ঘৃণায়, অভিমানে ও লজ্জায় সাতিশয় দুঃখিত হইয়া আপনার দুষ্কার্য্যের প্রতিফল পাইলাম বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল।

দিগম্বর।

(১৩)

নীকোলা নামে এক বিচারক ছিলেন। ইহার পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল, মস্তকে একটী অপরিষ্কার টুপী, কটি বন্ধে এক মসীপাত্র দোলায়মান এবং গাউনটী ভিতর কার জামা হইতেও ছোট। কিন্তু ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যজনক ছিল যে, তাঁহার ইজারটী এত ছোট ও এত অল্প কাপড়ে নির্ম্মিত যে পরিলে আর বোতাম দেওয়া যাইত না, সুতরাং তাঁহার ইজারের বোতাম সর্ব্বদাই খোলা থাকিত। একদা ঐ বিচারক বিচারাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাহার একটী বন্ধুকে অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। তিনি বিচারকের এই রূপ অদ্ভুতপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও অদৃষ্টপূর্ব্ব আকৃতি দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া স্বকীয় কার্য্য বিস্মৃত হইয়া, এক দৃষ্টে তাঁহাকেই দেখিতে লাগিল। অনন্তর সেই স্থানে তাহার দুই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহাদিগকে সেই বিচারালয়ে আনিয়া সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখাইলেন এবং কহিলেন কল্য এই স্থানে আসিয়া ইহাকে লইয়া তামাসা করিতে হইবে। এইরূপে বন্ধুত্রয় পরামর্শ করিয়া পরদিন বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। বিচারালয় অত্যন্ত লোকাকীর্ণ, বন্ধুত্রয়ের এক জন গুপ্তভাবে বিচারকের বেঞ্চের নিম্নে প্রবেশ করিল। অপর দুই জন বিচারকের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল, এবং তাঁহার গাউন গ্রহণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল "ধর্ম্মাবতার এই ব্যক্তি না যাইতে যাইতে ইহাকে আমার জুতা প্রত্যর্পণ করিতে আজ্ঞা করুন। প্রায় এক মাস হইল আমার জুতা চুরি করিয়া লইয়াছে।" অন্য দিকে

অপর জনও বিচারকের গাউন ধরিয়া কহিতে লাগিল "ধর্ম্মাবতার উহার কথা বিশ্বাস করিবেন না। এই ব্যক্তি আমার একটী ব্যাগ চুরি করিয়াছে, আমি উহার নামে নালিস করিব বলিয়া, ঐ ব্যক্তি মিথ্যা করিয়া জুতার কথা সাজাইয়াছে। আমার প্রতিবেশীগণ আমার সাক্ষী আছেন।" কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি এরূপ গোলমাল আরম্ভ করিল যে কেহই তৃতীয়ের অভিযোগ বুঝিতে পারিল না। বিচারক প্রত্যেকের অভিযোগ শুনিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে প্রথম ব্যক্তি (যিনি বিচারকের বেঞ্চের নিম্নভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন) সুবিধা পাইয়া বিচারকের ইজার টানিয়া নামাইয়া ফেলিল। বিচারক ইহা অনুভব করিয়া টানিয়া ইজার উঠাইয়া বসিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান বন্ধুদ্বয় প্রত্যেকে "ধর্ম্মাবতার আমার অভিযোগ শ্রবণ করুন," "ধর্ম্মাবতার আমার অভিযোগ শ্রবণ করুন", "আমার লেখা পড়া কিছুই নাই; আমার অভিযোগ না শুনিলে অন্যায় করা হইবে" এই রূপ বলিয়া বিচারকের উভয় পার্শ্বে দৃঢ়রূপে ধরিয়া তাঁহাকে বসিতে দিল না। তখন বিচারালয়স্থ সমস্ত লোক দেখিল জজ সাহেবের ইজার পায়ের গোড়ালিতে নামিয়া পড়িয়াছে। এদিকে যখন বন্ধুত্রয় দেখিল যথেষ্ট হইয়াছে; তখন প্রথম ব্যক্তি বেঞ্চের নিম্ন হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিল, অপর ব্যক্তিদ্বয় ও জনতার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

কুলটার শঠতা।

(১৪)

এক রমণীর গোপনে এক নাগর জুটিল, কিন্তু তাহার স্বামীর ভয়ে অন্য কোনও রূপে সুবিধা আর না পাইয়া অবশেষে এক উপায় স্থির করিল। রমণী পায়ে একটি সূতা বাঁধিয়া নিদ্রা যাইত এবং সেই সূতার এক প্রান্ত দ্বারের বাহিরে থাকিত। নাগর রাত্রিতে আসিয়া সেই সূতা ধরিয়া টানিলে রমণীর নিদ্রা ভাঙ্গিত এবং স্বামীকে তখন নিদ্রিত দেখিয়া গৃহের বাহিরে উভয়ে আমোদ প্রমোদ করিত। এক দিন সহসা রমণীর পায়ের সূতা তাহার স্বামীর হাতে ঠেকিল। রমণী নিদ্রিতা ছিল, পুরুষ তাহার পায়ের সূতা খুলিয়া নিজের পায়ে বাঁধিয়া নিদ্রা যাইল। কিছুক্ষণ পরে রমণীর নাগর আসিয়া সূতা টানিল। পুরুষ সূতার টানে জাগিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। এদিকে নাগর অন্যদিন যেমন নিঃশব্দে দরজা খোলার শব্দ শুনিতে পায় আজি তাহা না পাইয়া এবং ব্যস্ততা ও কিঞ্চিৎ গোলযোগ অনুভব করিয়া কিছু শঙ্কিত হইল এবং দ্বারদেশের কিছু দূরে চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দরজা খোলার পর পুরুষমূর্ত্তি দেখিয়াই দৌড়াইয়া পলাইল। পুরুষও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িল। এদিকে গোলযোগে রমণীরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কক্ষান্তরে প্রবেশ করতঃ পরিচারিকাকে সর্ব্বনাশের ব্যাপার সমস্ত জানাইল। অনন্তর পরিচারিণীকে কহিল "এখন তুমি বইত আমার আর কেহই রক্ষা করিবার নাই।" পরিচারিকাও তাহার উপকারে প্রতিশ্রুত হইল। অনন্তর পরিচারিণী রমণীর

শয্যায় শয়ন করিলে রমণী কহিয়া দিল, যখন তিনি আসিয়া প্রহার করিবে একটিও কথা কহিও না। ভৃত্যা তাহাতেই সম্মত হইল। কিছুক্ষণ পরে পুরুষ প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর গালাগালি ও প্রহার আরম্ভ হইল। ভৃত্যা কিন্তু একটিও কথা কহিল না। অবশেষে কেশের এক গুচ্ছ কর্ত্তন করিয়া পুরুষ, রমণীর পিতৃগৃহে তাহার ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পরিজনকে তাহার আচরণের কথা কহিতে চলিল। ভ্রাতৃগণ তাহাদের মাতার সমভিব্যাহারে আগমন করিল। এদিকে রমণী তাহার পতির প্রস্থানের পরেই শয্যা পরিষ্কার করিয়া ভৃত্যাকে যথেষ্ট পুরস্কারের অঙ্গীকার পুর্ব্বক গবাক্ষের উপর আলোকে সূচীকার্য্য করিতে লাগিল। রমণীর মাতা দূর হইতে তাহা দেখিয়া পুত্র গণকে কহিল জামাতার সমস্ত কথাই মিথ্যা। অনন্তর গৃহের নিকটস্থ হইয়া দ্বারোদ্ঘাটনের প্রার্থনা শুনিয়া রমণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এত রাত্রিতে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। পুরুষ তখন রমণীর আচরণের কথা কহিতে লাগিল। রমণী সমস্তই অস্বীকার করিয়া কহিল "হতভাগা মাতালটার কথা শুনিয়া তোমরা এই রাত্রিতে কষ্ট করিয়া এত দূর আসিলে? এখন দেখিয়া যাও তোমাদের ভগিনী কিসুখে আছে। সমস্ত রাত্রিই মাতালের আসার প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকিতে হয়।" রমণীর স্বামী নিজের উপর দোষারোপ শুনিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের সত্যতার প্রমাণ দিতে কর্ত্তিত কেশ গুচ্ছ বাহির করিল। অনন্তর ভ্রাতৃগণ রমণীর কেশ রাশি কোথাও কর্ত্তিত দেখিতে পাইল না, শয্যাও দেখিল নিতান্ত পরিষ্কৃত। তাহার উপর মার ধর করিলে এমন কি শয়ন করিলেও সেরূপ পরিষ্কার থাকা সম্ভব নহে। তখন পুরুষের নিজের কথা

অপ্রমাণীত হইল। রমণীর ভ্রাতৃগণ পুরুষকে তিরস্কার করিতে লাগিল। রমণীর মাতা কহিতে লাগিল "এমন মেয়ে পেটে ধরিব যাহা হতে কুলের কলঙ্ক ঘটিবে; আমিত তখনই বলে ছিলাম এসব কথাই মিথ্যা"। পুরুষও অপ্রস্তুত হইল। এবং সেই পর্য্যন্ত রমণী যাহা কিছু করিত কিছুতেই আর কিছুই বলিত না।

দস্যু ও রমণী।

(১৫)

একব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে এক সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করেন। যুবতীর রূপে অন্ধ হইয়া বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু তখন জ্ঞান ছিল না যে, সেরূপ বয়সে যুবতীকে তুষ্ট রাখিতে পারিবেন কি না। বসন, ভূষণ, হীরা, জহরত, প্রভৃতির কিছুরই অপ্রতুল ছিলনা; কিন্তু যুবতীর মন কি সেই সকল অচেতন পদার্থে তুষ্ট হইবে? বৃদ্ধ যুবতীর ইচ্ছামত সমস্তই আনিয়া দিতেন। কেবল রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিতেন যে, অদ্য অমুক পার্ব্বন, অদ্য অমুক ঠাকুরের জন্ম দিন, অদ্য অমুকের তিরোভাব; এসব দিনে শুদ্ধ থাকিতে হয়। একদা বৃদ্ধ ও তাহার যুবতী পত্নী তাঁহাদের পল্লীগ্রামের আবাসে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে দস্যুগণ আসিয়া সমস্ত অপহরণ করিয়া লইল। দস্যুপতি রমণীকে তাদৃশ সুন্দরী দেখিয়া তাহাকেও অপহরণ করিয়া লইল। বৃদ্ধ সহরের এক জন মান্য গণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইনি সেই দস্যুগণকে জব্দ করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পরিলেন না। দূত দ্বারা অনেক অর্থ প্রদানে স্বীকৃত হইয়া রমণীকে প্রত্যর্পণের

প্রস্তাব করিলেন, তাহাতেও সফল হইলেন না। অনন্তর তিনি স্বয়ং দস্যুর আবাসে গিয়া নিজের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। দস্যু কহিল, যদি রমণী সম্মত হয়েন আপনি তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারেন। অনন্তর রমণী তথায় উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ তাহাকে নিজের আবাসে আসিতে কহিল, রমণী সম্মতি প্রকাশের কথা দূরে থাক, এরূপ ভাব প্রকাশ করিল, যেন বৃদ্ধকে চিনেন না। বৃদ্ধ বিস্তর প্রয়াস পাইল, রমণী কিছুতেই তাহাকে নিজের পরিচিত বলিল না। অনন্তর বৃদ্ধ কহিল বোধ হয়, আপনার সমক্ষে ভয় করিয়া স্বীকার করিতেছেন না, নির্জ্জনে আমি ইহাকে সম্মত করাইয়া গৃহে লইয়া যাইতে পারিব। দস্যু ইহাতেও সম্মতি প্রদান করিল। অনন্তর তাহারা উভয়ে এক কক্ষে প্রবেশ করিয়া, বৃদ্ধ রমণীকে কহিল "তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না, আমি তোমার জন্য অনেক কষ্ট পাইয়াছি।" রমণী তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই কহিল—"তোমাকে আর চিনিতে পারি নাই? আমি তোমার সঙ্গে গিয়া কি করিব। তোমার পর্ব্বদিন দেখাত আজিও আছে? এখানে দস্যুপতি অত পর্ব্বদিনের বিচার করেন না। আর আমার মান সম্ভ্রম দেখার দরকারই বা কি? আমার পিতামাতা ত আমাকে তোমার হস্তে দিবার সময় আমার সুখ দুঃখ ভাবিয়া দেন নাই, কেবল ধন সম্পত্তি দেখিয়া দিয়াছেন। তোমার ধন সম্পত্তি তোমার কাছে থাকুক; আমি তাহার কিছুই চাহিনা।" অনন্তর বৃদ্ধ দুঃখিতমনে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। যাইবার সময় দস্যুপতি সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমণী কি সম্মতি প্রদান করিলেন।" বৃদ্ধ দুঃখিতমনে, মৌনভাবে চলিয়া যাইলেন।

আশ্চর্য্য প্রস্তর।

(১৬)

ক্যালান্‌ড্রিনো বড় নিরীহ ভালমানুষ? ফের ফার কিছুই বুঝিত না, এক দিন রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি লোক ক্যালান্‌ড্রিনোর নিকট নানাবিধ প্রস্তরের গুণ কহিতে কহিতে কহিল, এক প্রকার প্রস্তর আছে যাহা ধারণ করিয়া শরীরের নিকট রাখিলে মানুষ অদৃশ্য হয়। ক্যালান্‌ড্রিনো এই অদ্ভুত প্রস্তরের কথা শুনিয়া তাহার আকার প্রকার ও বর্ণ সমুদয় জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। অনন্তর দুই বন্ধুর সহিত দেশের নিকটস্থ পাহাড়ে সেই প্রস্তর অন্বেষণ করিতে যাইল। বন্ধুদ্বয় সমস্ত অবগত ছিল। তাহারা দুই এক খানা পাথর কুড়াইয়া লইলে, ক্যালান্‌ড্রিনো ভাবিল যথার্থগুণবিশিষ্ট পাথর ত চিনিয়া লওয়া সুকঠিন, অতএব যত পারা যায় পাথর কুড়াইয়া লই, ইহার মধ্যে অবশ্যই সেই যথার্থ পাথর থাকিবে। এই রূপে এক বোঝা পাথর লইলে বন্ধুদ্বয় ছল করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল দেখ? ক্যালান্‌ড্রিনো বড় মজার লোক, আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নিজে চলিয়া গেল, আমাদিগকে বলিলও না। ক্যালান্‌ড্রিনো তাহা শুনিয়া মনে করিল, এই বারে সেই অদৃশ্য করণ গুণবিশিষ্ট পাথর পাওয়া গিয়াছে। অনন্তর বন্ধুদ্বয় নানাবিধ বিরক্তিসূচক কথা কহিয়া কহিল, এবারে যখন ক্যালানড্রিনোর দেখা পাইব, নিশ্চয়ই তাহাকে পাথর ছুড়িয়া মারিব। অনন্তর কিরূপে পাথর ছুড়িয়া মারিবে দেখাইবার ছল করিয়া উভয়ে ক্যালান্‌ড্রিনোকে লক্ষ্য করিয়া দুই একটি প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। ক্যালানড্রিনো যদিও প্রস্তরা-

ঘাতে আহত হইল, কিন্তু অভিলষিত প্রস্তরলাভে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। বন্ধুদ্বয়ও সত্বর গমনে চলিল। নগরে প্রবেশ করিয়া ফটকের সন্নিকটে গিয়া প্রহরীকে বলিয়া দিল যেন সে ক্যালান্ ড্রিনোকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করে। তাহাদের শিক্ষামত প্রহরী ও ঐরূপ করিল। ক্যালান্ড্রিনো দেখিল, প্রহরীও তাহাকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর অভিলষিত প্রস্তর পাইয়াছে, ইহাতে তাহার বিন্দু মাত্র সন্দেহ রহিল না এবং নিতান্ত আনন্দিত মনে গৃহে উপস্থিত হইল। ক্যালান্ ড্রিনোর স্ত্রী তাহার পৃষ্ঠে পাথরের বোঝা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন" হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ওকি রঙ্গ? পীঠে ও পাথর গুলো বহিয়া কেন বাড়ী আনিলে? ক্যালান্ ড্রিনো তখন দেখিল, তাহার পাথরের আর সে গুণ নাই। এতক্ষণ তাহাকে কেহই দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহাকে দেখিতে পাইল। অনন্তর সিদ্ধান্ত করিল, রমণীর দৃষ্টিতে পাথরের সকল গুণই গিয়াছে। তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতে লাগিল। হতভাগিনি তোর কুদৃষ্টিতে ত এই অমূল্য পাথরের সকল গুণ চলিয়া গেল। রমণীর চীৎকারে প্রতিবেশীগণ উপস্থিত হইল এবং তাহার সেই বন্ধুদ্বয়ও উপস্থিত হইল। প্রতিবেশীগণ ক্যালান্ড্রিনোর মুখে সমস্ত শুনিল এবং তাহার বন্ধুদ্বয় কহিল হাঁ তোমাকে আমরাও দেখিতে পাই নাই। ক্যালান্ড্রিনো আরও ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে গালাগালি দিতে লাগিল। প্রতিবেশীগণ সমস্ত শুনিয়া রমণীকে তাহার স্বামীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

চাতুরী।

(১৭)

এক নাইটের ইসাবেল নাম্নী এক সুন্দরী রমণী ছিলেন। ইনি চিরকাল এক প্রকারে পরিতৃপ্ত না হইয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের জন্য লিওনোটো নামক এক যুবককে নাগর মনস্থ করিলেন। যুবকও রমণীর ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে নিজের ভাব প্রকাশ করিলেন। অনন্তর শীঘ্রই ইহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইল।

ল্যাম্বারটুফিও নামক এক ব্যক্তি আবার এই রমণীররূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু রমণীর তাঁহাকে পছন্দ হইল না। যাহা হউক ল্যাম্বারটুফিও একজন ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন; রমণী যদি তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হয়েন তবে তাঁহার গুপ্তপ্রেম প্রকাশ করিয়া দিবেন বলিয়া নানা প্রকার ভয় দেখাইলে রমণীকে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। একদিন গ্রীষ্মকালে; রমণী স্বামীর অনুপস্থিতিতে লিওনোটোকে স্বকীয় আলয়ে আহ্বান করিলেন। যুবকও সানন্দে তাহার আহ্বান রক্ষা করিলেন। এদিকে ল্যাম্বারটুফিও রমণীর স্বামীর অনুপস্থিতির সংবাদ পাইয়া একাকী অশ্বপৃষ্ঠে রমণীর আবাসে আগমন করিলেন। রমণীর পরিচারিকা তাহাকে গৃহদ্বারে আসিতে দেখিয়া রমণীকে সংবাদ দিলেন; রমণী শশব্যস্তে নাগরকে যবনিকার অন্তরালে প্রবেশ করিতে কহিয়া পরিচারিকাদ্বারা ল্যাম্বারটুফিওকে উপরে আনয়ন করিলেন। ল্যাম্বারটুফিও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বকে দ্বারদেশে বাঁধিয়া রাখিয়া উপরে আগমন করিলেন। রমণী স্মিতমুখে তাঁহার এই অনু-

গ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন “আজি আপনার পতির অনুপস্থিতির সংবাদ পাইয়া আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি”। কিয়ৎক্ষণ পরেই রমণীর স্বামী সহসা গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ইনি দ্বারদেশে অশ্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা গৃহ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রমণীকে তাঁহার স্বামীর আগমন জানাইল। রমণী নিতান্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ল্যাম্বারটুফিওকে কহিলেন, যদি আমার উপর আপনার অনুরাগ থাকে এবং যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন, তবে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি তরবারি হাতে করিয়া ক্রুদ্ধভাবে নিম্নে গমন করুন এবং বলিতে থাকুন “শপথ করিতেছি যদি কোথাও ইহাকে দেখিতে পাই”। আমার স্বামী যদি আপনাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করেন বা আপনাকে থামিতে কহেন, কিছুই না শুনিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক চলিয়া যাইবেন। ল্যাম্বারটুফিও ইহা শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলেন এবং রমণীর স্বামী তাঁহাকে সেই রূপ ক্রুদ্ধ দেখিয়া অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল “কিহইয়াছে মহাশয়?” ল্যাম্বারটুফিও কিছু উত্তর না দিয়া বলিলেন “যদি আবার নরাধমকে দেখিতে পাই” এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিয়া যাইলেন। নাইট উপরে গমন পূর্ব্বক তাহার পত্নীকে নিতান্ত ভীতভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ল্যাম্বারটুফিও এরূপ ক্রোধান্বিত হইয়া চলিয়া গেলেন কিজন্য? রমণী যাহাতে লিওনেটো কক্ষমধ্যে থাকিয়া সমস্ত শুনিতে পায়, এরূপ কৌশল করিয়া নিজ কক্ষের নিকটে আসিয়া, স্বামীকে কহিলেন “আমি এরূপ

ভয়ে কদাচও পতিত হই নাই।” একটি ভদ্রলোক (আমি ইহাকেও দেখি নাই) আমাদের বাটীতে দৌড়াইয়া প্রবেশ করিলেন এবং ল্যাম্বারটুফিও তরবারি হস্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করিলেন। ভদ্রলোকটি গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন “মহাশয় আমাকে রক্ষা করুন না হইলে আমাকে হত্যা করিবে।” আমি উঠিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি হইয়াছে; এমন সময়ে ল্যাম্বারটুফিও উপরে আসিয়া কহিলেন “পাপিষ্ঠ কোথায় ?„ ইহাতে আমি দৌড়াইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম এবং গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে আমাকে অনিচ্ছুক দেখিয়া নিতান্ত ভদ্রভাবে প্রত্যাগমন করিলেন। নাইট তাঁহার স্ত্রীকে কহিলেন “বেশ করিয়াছ; আমাদের গৃহমধ্যে একজন হত্যা হইবে ইহা নিতান্ত অপমানের বিষয়। ল্যাম্বারটুফিও ও একজনের অনুধাবন পূর্ব্বক এখানে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যাহাহউক সেই ভদ্রলোকটি কোথায় ? রমণী কহিলেন, তিনি বাটীর মধ্যে কোথায় আছেন। অনন্তর নাইট তাঁহাকে আহ্বান করিলে, যুবক গৃহমধ্য হইতে বাহির হইলে নাইট কহিলেন “মহাশয় আপনার সহিত ল্যাম্বারটুফিওর কি হইয়াছিল ?” যুবক কহিলেন “কিছুই না”; “আমিত কিছুই জানি না ”; বোধ হয় ইনি পাগল হইয়াছেন অথবা আমাকে আর কাহাকেও মনে করিয়াছেন। ইনি আমাকে আপনার বাটী হইতে কিছু দূরে দেখিয়া তরবারি লইয়া কহিলেন “পাপিষ্ঠ তুই মরিয়াছিস্ ”। আমি আর তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া দৌড়াইলাম এবং এখানে আসিয়া রক্ষা পাইলাম।” তদনন্তর নাইট কহিলেন “ আর ভয় নাই আমি আপনাকে নিরাপদে গৃহে রাখিয়া

আসিতেছি। সায়াহ্নের আহারাবসানে নাইট সেই ভদ্রলোক-টিকে আপনার একটী অশ্বে আরোহণ করাইয়া তাহার নিজের আবাসে রাখিয়া আসিলেন। এদিকে রাত্রিতে রমণীর আদেশে ল্যাম্বারটুফিওর সহিত গোপনে কথোপকথনে এরূপ বন্দোবস্ত হইল যে ভবিষ্যতে ইহার উল্লেখ হইলেও নাইট আর কদাচ রমণীর চতুরতা বুঝিতে পারিলেন না।

স্ত্রিয়শ্চরিত্রং।

(১৮)

লোভোডিকোর পিতা ব্যবসা করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি পুত্রকে ব্যবসার বিষয়ে শিক্ষিত না করিয়া বংশমর্য্যাদাহেতু ফ্রান্সদেশের রাজার অনুচর করিয়া দিলেন। তথায় লোভোডিকো শিষ্টতা; ভদ্রতা, ও সৌজন্য প্রভৃতি ভদ্রোচিত ব্যবহারে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলেন। এক দিন কতিপয় নাইটদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের সুন্দরীদিগের কথা উঠিল, সকলেই একবাক্যে কহিতে লাগিল, বলোনা দেশের এগানো নামক নাইটের স্ত্রী যেরূপ সুন্দরী এমন আর কুত্রাপি নাই। যুবক লোভোডিকো এই কথা মাত্র শুনিয়া সেই রমণী দর্শনে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তীর্থ যাত্রাচ্ছলে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বলোনা নগরে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া নাম পরিবর্ত্তন করিলেন। বলোনা আগমনের পর দিনই গবাক্ষদ্বারে সেই রমণীকে দেখিতে পাইলেন। রমণী যথার্থই অতিশয় রূপসী। তাঁহাকে

দেখিয়া অভিলায় পূর্ণ না করিয়া বলোনা পরিত্যাগ করিবনা প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর কিরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, চিন্তা করিয়া নিজের ঘোটকাদি সমস্তই বিক্রয় করিয়া এগানোর বাটীতে দাসত্ব স্বীকার করিতে মনস্থ করিলেন। একদিন তাঁহার বাড়ীওয়ালাকে কহিলেন, যদি কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে অনুচরের প্রয়োজন হয়, তবে তিনি তাহাতে প্রস্তুত আছেন। বাড়ীওয়ালা কহিলেন, আপনি সম্ভ্রান্তদিগের মধ্যে এগানো নামক নাইটের অনুচর হইবার উপযুক্ত। ইনি সভ্য ভব্য দেখিয়া অনুচর রাখিয়া থাকেন। এবিষয়ে আমি তাঁহার সহিত কথা উত্থাপন করিব। অনন্তর এগানোর নিকট বাড়ীওয়ালা সেই কথা উত্থাপন করিলে লোভোডিকো সেই সম্ভ্রান্ত লোকের অনুচর পদে নিযুক্ত হইল। সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট ভৃত্য নিযুক্ত হইয়া নিজের শিষ্টতা ও সৌজন্যে শীঘ্রই প্রভুকে তাহার গুণপক্ষপাতী করিল। এগানো বিষয় কার্য্যের সমস্ত ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

একদিন এগানো পাখী শীকার করিতে বহির্গত হইলে, লোভোডিকোকে গৃহস্বামিনী আহ্বান করিয়া দাবা খেলিতে লাগিলেন। রমণী এ পর্য্যন্ত লোভোডিকোর প্রণয়ের কথা কিছুই জানিতেন না; কিন্তু তাঁহার সভ্যব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন এবং এই জন্য তাঁহাকে প্রশংসাও করিতেন। দাবা খেলিতে বসিয়া লোভোডিকো ইচ্ছাকরিয়াই প্রতি বাজী হারিতে লাগিলেন। তাঁহার কেবলই ইচ্ছা, সেই রমণীকে কোনও রূপে সন্তুষ্ট করেন।

অবশেষে পরিচারিকাগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, যখন গৃহমধ্যে কেবল লোভোভিকো ও গৃহস্বামিনী রহিলেন, তখন

লোভোভিকো এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। গৃহস্বামিনী তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে আনিফিল্লো ? (এই নামেই লোভোডিকো সেই স্থানে অভিহিত ছিল); আমি জিতিতেছি বলিয়া কি তুমি ক্ষুণ্ণ হইতেছ ?" যুবক কহিল এই সামান্য বিষয়ের জন্য এ দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে নাই। অনন্তর রমণী কহিলেন "আমি তোমার প্রভুপত্নী, তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, কিজন্য নিশ্বাস ফেলিলে বল?" যুবক যখন দেখিলেন যে, তিনি যাহাকে প্রাণের অপেক্ষা ও অধিক ভাল বাসেন, সেই রমণী অনুরোধ করিতেছেন, তখন একটি দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুনরায় রমণী সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর যুবক কহিলেন "আমার বড় ভয় হইতেছে পাছে আপনি আমার কথা শুনিয়া আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েন ও সকলের নিকট ইহা প্রকাশ করেন।" রমণী কহিলেন "নিশ্চয় জানিও আমি কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিব না; এবং ইহাতে আমার অসন্তুষ্ট হইবার কোন ও কারণ নাই।" অবশেষে যুবক কহিলেন, যখন আপনি এরূপ স্বীকার করিলেন, তখন আমার ইহা আপনাকে বলিবার কোন ও আপত্তি নাই। অনন্তর অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিতান্ত দুঃখিত ভাবে যুবক আপনার সমুদয় বিষয় রমণী সমক্ষে প্রকাশ করিলেন এবং অনুনয় সহকারে কহিলেন "আমার উপর সদয় হউন অথবা যদি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমি যেরূপ অবস্থায় এখানে ভৃত্যভাবে আছি, আমাকে সেইরূপ অবস্থায় থাকিতে অনুমতি করুন। আমি এখানে থাকিয়া আপনাকে প্রতিদিন দেখিতে পাইব ও আপনার রূপগুণের প্রশংসা করিব, ইহাতেই আমার চিরজীবনের মহা তৃপ্তি হইবে।"

বেলোনাদেশের রমণীদিগের অন্তঃকরণ স্বভাবতই কোমল; ইহাঁরা অশ্রুজল দেখিতে পারেন না। অনুনয় সহিত প্রণয় প্রার্থনা করিলে ইহাঁদের নিকট সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। রমণী যুবকের সেইরূপ ক্রন্দন ও অনুনয় শুনিয়া কহিলেন "আনিফিন্নো আশ্বস্ত হও; তুমি ক্ষণকাল মধ্যেই আমার অন্তঃকরণ এরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছ যে, সম্ভ্রান্তগণও প্রতিদিন প্রার্থনা করিয়া তাহাতে সফল হয়েন নাই। এখন জানিলাম তুমিই আমার প্রণয়ের উপযুক্ত পাত্র। অদ্য রাত্রে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

অনন্তর এগানো শীকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া, নিতান্ত শ্রান্তি বশতঃ আহারান্তে শয়ন করিলেন এবং শয়ন করিবা মাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। রমণীও কপাট অর্গল বদ্ধ না করিয়া শয়ন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে পুরুষ গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার বদ্ধ করিলেন এবং রমণীর দিকে গমন পূর্ব্বক আস্তে আস্তে একটি হাত রমণীর বুকে ন্যস্ত করিলেন। রমণী দুই হাতে সজোরে যুবকের হাত ধরিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বামী জাগরিত হইয়া উঠিলেন। রমণী কহিলেন, প্রথম রাত্রিতে তোমাকে শ্রান্ত দেখিয়া আমি কোনও কথা বলিনাই, এখন জিজ্ঞাসা করি,— তোমার কোন্ ভৃত্যকে তুমি বিশ্বস্ত বলিয়া জান এবং কাহাকেই বা তুমি বিশেষ আদর কর? এগানো কহিলেন, কি আশ্চর্য্য প্রশ্ন! তুমি কি জান না যে, এখন আমার ভৃত্যদিগের মধ্যে আনিফিন্নোর মত কাহাকেও বিশ্বাস করি না এবং আর কাহাকেও সেরূপ ভাল বাসি না?" যুবক এগানোকে জাগরিত দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু

রমণী তাঁহার হাত দৃঢ়রূপে ধরিয়া ছিলেন, এই নিমিত্ত ছাড়াইতে পারিলেন না। যুবক মনে করিলেন, রমণী তাঁহাকে কি ছলনাই করিয়াছে। অনন্তর রমণী কহিলেন "আমিও পূর্ব্বে এইরূপ মনে করিতাম কিন্তু তাহা নয়; কালি তুমি শীকারে বাহির হইলে, এই ব্যক্তি আমার নিকট কুৎসিতপ্রার্থনা করে,— আমিও তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া বাগানের মধ্যস্থিত পাইন গাছের নিকট অদ্য রাত্রিতে দেখা করিব বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। নিশ্চয় জানিও ইহা আমার মনোগত অভিপ্রায় নয়। যদি তুমি এই হতভাগাকে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা কর, তবে আমার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই গাছের তলায় অপেক্ষা কর; হতভাগ্য তথায় আসিলেই বিশেষ করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিও। "এগানো ইহা শুনিয়া তদ্রূপ করণে কৃতনিশ্চয় হইয়া রমণীর পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বাগানে চলিয়া গেলেন। অনন্তর রমণী শয্যা হইতে উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। যুবক এতক্ষণ ভয়ে মৃত প্রায় হইয়া ছিল, এক্ষণে রমণীর চতুরতা বুঝিয়া নিতান্ত হৃষ্ট হইল এবং রমণীর সহিত অভিলষিত আমোদ প্রমোদে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ সুখে অতিবাহিত করিয়া রমণী যুবককে কহিলেন "দেখ একগাছি লাঠি লও এবং বাগানে গিয়া (যেন তুমি আমার সতীত্ব দেখিতেই এইরূপ করিয়াছিলে) তাহাকে গালাগালি দিয়া কিছু উত্তম মধ্যম দিও।" অনন্তর যুবক একগাছি যষ্টি লইয়া বাগানে চলিলেন এবং রমণীর উপদেশ অনুসারে এগানোকে কহিলেন "দুর্বৃত্তে তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি আমার প্রভুর এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিব। তুমি তোমার আচরণের প্রতিফল গ্রহণ কর। এই বলিয়া যষ্টি বাহির করতঃ বিশেষরূপ উত্তম মধ্যম দিলেন।

এগানো নিজ পত্নীর ও ভৃত্যের এইরূপ আচরণ দেখিয়া উভয়ের উপর অধিকতর অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত হইলেন; এবং যুবক ও রমণী আপনাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পুরুষের গর্ব্ব।

(১৯)

ফ্লরেন্স নগরে ক্যালাণ্ড্রিনো নামে এক অতি নিরীহ ব্যক্তি বাস করিত। এই ব্যক্তি এত সরল যে, যাহা বলিত তাহাতেই সে, বিশ্বাস করিত। এই ব্যক্তি কোন ও আত্মীয়ের মৃত্যুর পর তাহার প্রদত্ত দুই শত মুদ্রা পাইয়া একটি জমীদারী ক্রয় করিবে বলিয়া বেড়াইত এবং সহরের সকল দালালকেই উহা ক্রয় করিবার অভিলাষ বিজ্ঞাপন করিল; কিন্তু মূল্য শুনিলেই প্রায় পশ্চাৎপদ হইত।

ব্রুনো এবং বফোলাম্যাকো নামক দুইব্যক্তি ক্যালাণ্ড্রিনোর সমস্ত বিবরণই জানিত। তাহারা সর্ব্বদাই বলিত একটু টুকরা জমী অপেক্ষা ঐ টাকা ব্যয় করিয়া বন্ধু বান্ধব মিলিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করা যাউক। কিন্তু ক্যালাণ্ড্রিনো সিকি পয়সাও খরচ করিত না; সে সেই টাকায় একখানি জমীদারী কিনিবে ইহাই স্থির করিল। একদিন সেই চতুর ব্যক্তিদ্বয় ও নেলো নামক এক চিত্রকর একত্রে ক্যালাণ্ড্রিনোর ব্যয়ে আহারের পরামর্শ করিল। পরদিন যখন ক্যালাণ্ড্রিনো বাটী হইতে বাহির হইতেছে এমন সময়ে, নেলোর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের সৌজন্য সম্ভাষণের পর নেলো কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া ক্যালাণ্ড্রিনোর মুখের দিকে চাহিয়া

রহিল। ক্যালাণ্ডিনো কহিল কি দেখিতেছ ? নেলো কহিল, তুমি যেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছ,—তোমাকে আর চেনা যায় না। তোমার কি কিছু হইয়াছে ? ক্যালাণ্ডিনো সেই কথা শুনিয়া চিন্তিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি আমাকে পীড়িত দেখিতেছ ?" নেলো কহিল "না আমি তা বলিতেছিনা, কিন্তু তোমাকে দেখিলেই বোধহয় তুমি আর সে ক্যালাণ্ডিনো নও।" এই বলিয়া নেলো চলিয়া গেল; ক্যালাণ্ডিনো ও কিছু চিন্তিতভাবে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে বকোলাম্যাকোর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ভাল ত। ক্যালাণ্ডিনো কহিল তা ত বলিতে পারিনা। বোধ হয় কি আমার অসুখ হইয়াছে;-আর আমি ও তাহা জানিতে পারি না। ইহা কি সম্ভব ? বকোলাম্যাকো কহিল, তা হ'তে ও পারে, না হতেও পারে; কিন্তু তোমাকে দেখিলেই তোমাকে যেন মরা মানুষের মত বোধ হয়। এই কথা শুনিয়া ক্যালাণ্ডিনো মনে করিল; তাহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। অনন্তর ব্রুনো আসিয়া কহিল, সে কি ক্যালাণ্ডিনো তোমাকে কেমন কেমন দেখাইতেছে, যেন মরা মানুষ কি প্রেতের মত। তোমার কি হয়েছে ? তখন ক্যালাণ্ডিনো ইহা স্থির নিশ্চয় করিল, যাহাই হউক তাহার কোন এক শক্ত পীড়া হইয়াছে। তখন অত্যন্ত ভীত হইয়া ব্রুনোকে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিল। ব্রুনো কহিল, শীঘ্র বাড়ী যাও এবং বিছানায় গিয়া বেশ মুড়ি সুড়ি দিয়া শয়ন কর; আর ডাক্তার সহিমনের কাছে তোমার প্রস্রাব পাঠাইয়া দেও। তিনি আমাদের বিশেষ আত্মীয় তোমাকে অত্যন্ত যত্নের সহিত দেখিবেন। আমরাও যাইতেছি। অনন্তর ধরাধরি করিয়া তাহারা তাহাকে ঘরে আনিল। ক্যালাণ্ডিনো, যথার্থ ভেয়ই

শঙ্কট পীড়া অনুভব করিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া তাহাকে চাপা দিতে কহিল। পরে এক চাকরাণী দ্বারা তাহার প্রস্রাব ডাক্তারের কাছে পাঠাইয়া দিল। ব্রুনো কহিল, আমি ডাক্তারের কাছে গিয়া ডাক্তার কি বলেন শুনিয়া, প্রয়োজন বোধ হইলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি। ক্যালাণ্ড্রিনো গোঙাইতে গোঙাইতে কহিল যাও ভাই, আমার কি হয়েছে এখন জানিতে পারিলে বাঁচি।

অনন্তর ব্রুনো চাকরাণীর অগ্রেই ডাক্তারের নিকট গিয়া সমস্ত পরামর্শের কথা কহিল। পরে পরিচারিকা আসিলে, তাহাকে বিদায় দিয়া কহিল, তাহাকে গরমে থাকিতে বল, আর আমরা শীঘ্রই যাইতেছি। কিছুক্ষণ পরেই ব্রুনো ও ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। ক্যালাণ্ড্রিনোর স্ত্রী ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষার পর কহিলেন "তাইত ভাই তোমার এসব ব্যারাম হ'ল —তা আর কি হবে—তুমি আমার বিশেষ বন্ধু — বলিতেই হ'বে —ব্যারামটা—আর কিছুই নয়—তোমার গর্ভ হইয়াছে,—তুমি অন্তঃস্বত্তা হইয়াছ। ইহা শুনিয়াই ক্যালাণ্ড্রিনো পত্নীকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল "টেসো এ তোমারই কাজ! তোমার কাছে শুয়েই আমার এই হ'ল। আমিত বলেছিলাম এই কর্ম্মের এই ফল"। লজ্জাশীলা নিরীহ টেসো তাহা শুনিয়াই লজ্জায় তথা হইতে চলিয়া গেল। ক্যালাণ্ড্রিনো চেঁচাইতে লাগিল,—হা ভগবান্ এখন আমি কেমন করিয়া প্রসব করিব; কোন্ রাস্তা দিয়াইবা ছেলে বাহির হইবে। এ সমস্তই হতভাগিনীর হইতে হইল। আরোগ্য হইতে পারিলে তাহার সমস্ত শরীর আমি চূর্ণ করিব। এবারে আরোগ্য হইতে

পারিলে আর আমি উহার কথায় ভুলিব না"; গৃহস্থ সকলেই অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিল; ডাক্তার হাসিয়া মুখের সমস্ত দন্তগুলি বাহির করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ক্যালাণ্ড্রিনোর অনুনয়ে ডাক্তার তাহাকে আরোগ্যের ঔষধ দিবেন অঙ্গীকার করিয়া ও ইহা ব্যয়সাধ্য কহিয়া ক্যালাণ্ড্রিনোর নিকট হইতে ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করিলেন। ক্যালাণ্ড্রিনো ও প্রসবযন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইবার আশায় ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইলেন না। অনন্তর ডাক্তার একবোতলে একটু পানীয় দিয়া ক্যালাণ্ড্রিনোর নিকট পাঠাইলেন এবং গৃহীত অর্থে আনন্দের সহিত আহারের ব্যাপার সমাপন করিলেন। ক্যালাণ্ড্রিনো সেই পানীয় গ্রহণ করিল; ডাক্তার হাত দেখিয়া কহিলেন বেশ আরোগ্য লাভ করিয়াছ। আর গৃহে বদ্ধ থাকিবার আবশ্যক নাই।

সন্ন্যাসিনী ও মঠস্বামিনী।

(২০)

লম্বার্ডির কোনও মঠের সন্ন্যাসিনীদিগের মধ্যে ইসাবেলা নাম্নী এক অতি সুন্দরী সম্ভ্রান্তবংশীয়া সন্ন্যাসিনী ছিল। এই সন্ন্যাসিনী একটি ভদ্রলোকের প্রণয়ে পতিত হয়। ভদ্রলোকটি সন্ন্যাসিনীর কোনও আত্মীয়ের সহিত মঠে তাহাকে দেখিতে আসিয়া ছিলেন। ভদ্রলোকটিও সন্ন্যাসিনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হয়। এইরূপে অতৃপ্ত প্রণয়ে কিছুদিন উভয়ে কষ্ট পাইয়া অবশেষে সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাতের এক পন্থা বাহির হইল। কিছুদিন এইরূপে সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ চলিতে চলিতে মঠের এক সন্ন্যাসিনী তাহা জানিত পারিল। এই সন্ন্যাসিনী সেই কথা অন্যান্য সন্ন্যাসিনীদিগকে কহিল এবং ইহারা মঠ-স্বামিনীকে জ্ঞাত

করিতে প্রথমে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু পাছে ইসাবেলা অস্বীকার করে এইজন্য দুইজনকে ধরিয়া মঠ-স্বামিনীকে জ্ঞাত করিতে পরামর্শ করিল। সকলেই সতর্ক হইয়া থাকিল। এক দিন রাত্রিতে তাহারা ইসাবেলার ঘরে মানুষ জানিয়া একজন ইসাবেলার গৃহ প্রবেশের পথে দাঁড়াইয়া রহিল ও অন্যান্য সকলে মঠস্বামিনীর গৃহদ্বারে গিয়া সমস্ত জ্ঞাপন করিল। মঠস্বামিনী সে রাত্রিতে এক যাজককে তাহার গৃহে আনিয়াছিলেন। এই যাজক একটি সিন্ধুকে বদ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে মঠস্বামিনীর কক্ষে আসিতেন। তিনি ত্বরায় উঠিয়া লজ্জিত হইলেন এবং পাছে সন্ন্যাসিনীগণ সবলে গৃহে প্রবেশ করে এই ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি নিজের মস্তকাভরণ না পরিয়া যাজকের মস্তকাভরণ পরিয়া বহির্গত হইলেন। সন্ন্যাসিনীগণ অত লক্ষ্য করে নাই। অনন্তর ইসাবেলার কক্ষে আসিয়া তাহাকে তাহার প্রণয়ীর সহিত একত্র দেখিলে, ইসাবেলা ও তাহার প্রণয়ী উভয়ে হতবুদ্ধি হইল। ইসাবেলাকে লইয়া সকলে মঠে উপস্থিত হইলেন। মঠস্বামিনী ইসাবেলাকে তীব্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইসাবেলা লজ্জায় অধোমুখে রহিল,—কোনও বাঙ্-নিষ্পত্তি করিল না। সকলেই তাহাকে নীরব দেখিয়া তাহার দুঃখে দুঃখিত হইল। মঠস্বামিনী অধিকতর তীব্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সহসা ইসাবেলা মস্তক তুলিলে দেখিতে পাইলেন, মঠস্বামিনীর মস্তকে পুরুষের শিরাভরণ। দেখিয়াই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর মঠস্বামিনী তিরস্কার আরম্ভ করিলে, ইসাবেলা কহিলেন, মাননীয় আপনার কয়েকটা বোতাম দিন, পরে আমাকে যাহা বলিবার বলিবেন। মঠস্বামিনী কহিল দুশ্চরিত্রে তোর এতদূর স্পর্দ্ধা, তুই আমার সহিত ঠাট্টা করিতে সাহসী হইয়াছি?

তুই কি মনে করিয়াছিস্ তোর এই দুষ্কর্ম্ম অতি সামান্য; হাসিয়া উড়াইবার কথা? "পুনরায় ইসাবেলা কহিল ম্যাডাম আপনার কয়েকটা বোতাম আঁটিয়া দিয়া যাহা বলিবার বলুন।" এখন সকল সন্ন্যাসিনী, মঠস্বামিনীর মস্তকের দিকে চাহিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিল। মঠস্বামিনীও স্থিরপ্রকৃতি ধারণ করিয়া ইসাবেলাকে ক্ষমা করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল সন্ন্যাসিনীগণও সুবিধা অন্বেষণ করিয়া প্রণয়ী সংগ্রহ করিতে লাগিল।

সালাদিন ও য়িহুদী।

(২১)

সালাদিন নিজ সাহসে ক্রমশঃ অত্যুন্নত অবস্থা হইতে আপনাকে বার্সিলনের বাদসাহ করিয়াছিলেন। এই বাদসাহের তুর্কী ও খ্রীষ্টিয়ান রাজগণের সহিত যুদ্ধের ব্যয়ে এবং অন্যান্য খরচে নিজের সমস্ত কোষাগার শূন্য হওয়ায় একদা কোন কারণ বশতঃ অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত অর্থের অনাটন কিরূপে পূরণ হইবে, ইহার কোনও উপায় না দেখিয়া অবশেষে আলেক্‌জেন্দ্রিয়া নগরের এক বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী য়িহুদীর কথা তাহার মনে পড়িল। এইব্যক্তি কুসীদব্যবসায়ী এবং এরূপ লোভী যে সে, কদাচও নিজ ইচ্ছায় বাদসাহের অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবে না। বাদসাহ ও বলপ্রয়োগে অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রয়োজন পড়িলে আর বিধিলঙ্ঘনের ভয় থাকে না। বাদসাহ য়িহুদীকে ডাকাইয়া আনিয়া বিশেষ সংবর্দ্ধনার সহিত বসিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর বাদসাহ কহিলেন "শুনিয়াছি মহাশয় ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ বিজ্ঞ। এই নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা

করিতেছি আপনি য়িহুদী, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান্ এই তিন ধর্ম্মের মধ্যে কোন ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠধর্ম্ম কহিলে আনন্দিত হইব। য়িহুদী কুসীদ ব্যবসায়ী,—বাস্তবিকই বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি সালাদিনের কৌশল বুঝিয়া তাঁহার বিস্তৃত জালে যাহাতে নিপতিত না হন, কিয়ৎক্ষণ এই চিন্তার পর কহিলেন "জাঁহাপনা যে প্রশ্ন করিয়াছেন ইহা অতি আশ্চর্য্য। যাহাতে আপনি আমার এ বিষয়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারেন তজ্জন্য জাঁহাপনার নিকট একটি নাতিদীর্ঘ উপন্যাস কহিবার অনুমতি গ্রহণ করিতেছি।" অনন্তর বাদসাহ আদেশ করিলে য়িহুদী কহিলেন।

এক সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞলোকের একটি অতি রমণীয় ও বহুমূল্য অঙ্গুরীয় ছিল। ইনি নিজ বংশপরম্পরায় এই বহুমূল্য অঙ্গুরীয় উত্তরাধিকারীত্ব ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া বিষয়াদির অধিকারী হইবার উদ্দেশে এই উইল করিলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে যাঁহাকে এই অঙ্গুরীয় দান করিবেন, সেই ব্যক্তি তাঁহার বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হইবে। এই রূপে পুরুষপরম্পরায় অবশেষে একজনের নিকট আসিল। ইহাঁর তিন পুত্র এবং সকলেই সর্ব্বগুণান্বিত। পুত্রগণও অঙ্গুরীয়কের কথা অবগত থাকিয়া প্রত্যেকেই পিতার নিকট সেই অঙ্গুরীয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। পিতা কিন্তু সকলকেই সমান স্নেহ করিতেন এবং তিনিও তাহার সকল পুত্রের নিকটেই তাহাকে অঙ্গুরীয় প্রদান করিবেন ইহা অঙ্গীকার করিলেন। এইরূপে ,সকলকেই সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি এক সুনিপুণ স্বর্ণকার দ্বারা গোপনে অন্য দুইটি ঠিক পূর্ব্বঅঙ্গুরীয়কের ন্যায় অঙ্গুরীয়ক নির্ম্মাণ করাইলেন। এই

তিনটি এতাদৃশ সুসদৃশ হইয়াছিল যে, ধনী কোন্‌টি যথার্থ তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। এইরূপে প্রত্যেকেই অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়া ধনীর মৃত্যুর পর বিষয়ের অধিকারিত্বে দাওয়া করিতে লাগিল এবং সকলেই নিজ নিজ অঙ্গুরীয় বাহির করিল। অনন্তর তাহার কোন্‌টি যথার্থ অঙ্গুরীয়ক ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, আদালতে নিষ্পত্তির প্রার্থনা করিল, কিন্তু সেখানেও ইহার কোন মীমাংসা হইল না। অনন্তর য়িহুদী বাদসাহকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "জাঁহাপনা সেই-রূপই স্বর্গীয় পিতার তিনটি আদেশ ও কোন্‌টি যথার্থ অনুধাবন করা অসম্ভব। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীগণ মনে করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত, কিন্তু অঙ্গুরীয়কের ন্যায় প্রত্যেকটিই ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত এবং কোন্‌টি যথার্থ অনুভব করা অসম্ভব।"

যখন সালাদিন দেখিলেন, য়িহুদী তাঁহার বিস্তৃত কৌশল জাল অতিক্রম করিল, তখন তিনি তাঁহার প্রয়োজন বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, যদি তিনি এরূপ সুবিবেচকের ন্যায় উত্তর দিতে না পারিতেন, তবে তিনি তাহার প্রতি বলপ্রয়োগের ত্রুটী করিতেন না। অনন্তর য়িহুদী বাদসার প্রার্থিত অর্থ-প্রদান করিলেন এবং সালাদিন ও ইহার পর হইতে তাহাকে বিশেষ মান্য করিয়া তাঁহাকে রাজসভার সভাসদ করিলেন এবং জীবিত কাল পর্য্যন্ত এই য়িহুদী বাদসাহের পরম বন্ধু হইলেন।

সন্ন্যাসী ও মঠাধিপ।

(২২)

এক প্রসিদ্ধ মঠে অনেক সন্ন্যাসী বাস করিত। ইহাদের মধ্যে এক যুবক সন্ন্যাসীর প্রকৃতি উপবাস প্রভৃতির কিছুতেই স্থির হইল না। এক দিন প্রত্যূষে তাহার ভ্রাতৃবৃন্দ জাগরিত হইবার পূর্ব্বে মঠের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা একটি কৃষককন্যাকে তৃণ সংগ্রহ করিতে দেখিতে পাইল। অনন্তর নিকটস্থ হইয়া সেই কৃষককন্যার সহিত কথা বার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে সেই কৃষক কন্যাকে নিজ প্রস্তাবে সম্মত করাইল। অনন্তর নিজের কক্ষমধ্যে আনয়ন করিয়া উভয়ে আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিতেছে, এমন সময়ে মঠাধিপ জাগরিত হইয়া সেই পথ দিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্যে কোন শব্দ অনুভব করিয়া কাণ পাতিয়া রহিলেন ;—বোধ হইল যেন কোন ও স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি। প্রথমতঃ মঠাধিপ সন্ন্যাসীকে কপাট উদ্ঘাটন করাইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তৎপরেই অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিয়া আপনার কক্ষে গমন করিয়া সন্ন্যাসীর বহির্গমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে সন্ন্যাসী যদিও সহচরীর সহবাসে নিতান্ত সুখভোগ করিতে ছিল, তথাপি ইহা প্রকাশের ভয়ে ভীত হইয়াছিল। সে দ্বারদেশে যেন পদশব্দ অনুভব করিয়া এক ছিদ্র দ্বারা দেখিল, মঠাধিপ তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহাতে যদিও সে বাস্তবিক চিন্তিত হইল তথাপি তাহা প্রকাশ না করিয়া মনে মনে এক পন্থা স্থির করিল। অনন্তর কৃষক কন্যাকে কহিলতোমায় গোপনে এই

স্থান হইতে বহির্গত হইতে হইবে; যতক্ষণ না আমি প্রত্যাগমন করি ততক্ষণ এইস্থানে নিস্তব্ধভাবে থাক। এই বলিয়া কক্ষ বদ্ধ করিয়া মঠাধিপের নিকট চাবি রাখিয়াকহিলেন পিতঃ অদ্য আমার প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ পাই নাই,—আপনি অনুমতি করিলে আমি গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনি। মঠাধিপ সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন ভাবিয়া চাবি গ্রহণ করিলেন এবং সন্ন্যাসীকে তাহার অভিপ্রেত গমনে অনুমতি দিলেন।

মঠাধিপের অনুমতি লইয়া সন্ন্যাসী বহির্গত হইবার পরেই মঠাধিপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সকল সন্ন্যাসীদিগের সমক্ষে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া সেই সন্ন্যাসীর দোষ প্রকাশিত করিব অথবা সেই স্ত্রীলোকের তথায় আগমনের ব্যাপার আপনিই প্রথমে অবগত হইব। অনন্তর বিবেচনা করিলেন যে, সেই স্ত্রীলোক কোন ভদ্রবংশীয় হইতে পারেন এবং এইরূপে তাঁহাকে সাধারণের সমক্ষে অপমানিত করা উচিত নহে। অবশেষে স্থির করিলেন, প্রথমে স্ত্রীলোকটিকে দেখা উচিত, তৎপরে কর্ত্তব্য কার্য্য স্থির করা যাইবে। অতঃপর গোপনে গৃহদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার বদ্ধ করিয়াদিলেন। কৃষককন্যা তাঁহাকে দেখিয়াই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল এবং কাঁদিতে লাগিল। মঠাধিপ যদিও বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু কৃষককন্যাকে যুবতী ও সুন্দরী দেখিয়া, মোহিত হইলেন এবং মনে মনে কহিলেন; "কি কারণেইবা যৎকিঞ্চিৎ সুখভোগ হাতে পাইয়া পরিত্যাগ করি। ক্লেশ ও যাতনা প্রতি দিনই অনুভব করিতেছি। রমণীও দেখিতে সুন্দরী; অথচ কেহও জানিতে পারিবে না; তবে

যদি রমণী সম্মত হয় কেনইবা এই সুখে বঞ্চিত হই? হয়ত আর কখনও এইরূপ সুবিধা ঘটিবে না; অতএব সুবিধা পাইয়া পরিত্যাগ করিব না।” অনন্তর তিনি রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন। তৎপরে অধিকতর নিকট-বর্ত্তী হইয়া নানা কথা বার্ত্তার পর অবশেষে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রমণীর হৃদয় প্রস্তর কিম্বা অয়স নির্ম্মিত ছিল না; সে মঠাধিপের অনুনয় বিনয় শুনিয়া সহজেই তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। এ দিকে সন্ন্যাসী কাষ্ঠ লইয়া প্রত্যাগত হইতেছিল। সে মঠাধিপকে গৃহ মধ্যে একাকী প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সফল মনোরথ হইলাম ভাবিয়াছিল; পরে কক্ষদ্বার বদ্ধ করিতে দেখিয়া অধিকতর আশ্বস্ত হইল। অনন্তর গুপ্তস্থান হইতে গৃহমধ্যস্থ মঠা-ধিপ ও রমণী উভয়েরই কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিল। মঠাধিপ গৃহ-মধ্যে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়া অবশেষে নিজ কক্ষে আগমন করিলেন। সন্ন্যাসী যথার্থই কাষ্ঠান্বেষণে গিয়াছে মনে করিয়া এবং এতক্ষণে বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে বিবেচনা করিয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কারাবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসী উত্তর করিল “মহাশয়, অধিকদিন এ পন্থা অবলম্বন করি নাই। আপনি মঠের ও সন্ন্যাসী হইবার সমস্ত নিয়মাদি অবগত করাইয়া উপাসনাদিতে আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু রমণীদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব তাহা আপনি কখনও আমাকে উপদেশ দেন নাই। কিন্তু ইদানীং আপনি আমাকে যেরূপ উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন, যদি মহাশয় আমাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমি ভবিষ্যতে আপনার

উদাহরণই অনুকরণ করিব।" মঠাধিপ সহজেই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং তাহাকে এবিষয়ে মৌন থাকিতে কহিয়া উভয়ে রমণীকে মঠ হইতে কৌশলে বহির্গত করিলেন। কিন্তু শুনা যাইত পরে সেই রমণী প্রায়ই তথায় আগমন করিত।

ইনকুইজিটার ও এক ব্যক্তি।

(২৩)

ইটালী দেশে অশ্লীল প্রচার ও অধর্ম্মপ্রসঙ্গ নিবারণের নিমিত্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। ইহাদিগের নাম ইনকুইজিটার। একদা এক ব্যক্তি হঠাৎ অথবা মদ্যের উন্মত্ততা বশতঃ কহিয়াছিল, যীশুখ্রীষ্ট ও আমার সংগৃহীত মদ্যের ন্যায় মদ্য কদাচও পান করেন নাই। এই কথা ইনকুইজিটারের কর্ণে উঠিলে ইনকুইজিটার সেই ব্যক্তিকে নিকটে আনয়ন করিলেন। অনন্তর জিজ্ঞাসিত হইলে সেই ব্যক্তি তাহার উচ্চারিত কথার সামান্য অর্থ করিলে ইনকুইজিটার কহিলেন কি! যীশুখ্রীষ্ট মাতাল; এবং তোদের মত কলুষিতদিগের ন্যায় তাঁহার মদ্যের বিচার। যদি আমি এবিষয়ে যথার্থ বিচার করি, তবে তোকে জীয়ন্ত আগুনে দগ্ধ হইতে হইবে। এই সকল কথাতে ভীত হইয়া সেই ব্যক্তি ইনকুইজিটার প্রভৃতি লোভব্যাধিগ্রস্থ দিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ খণ্ডহাটকরস, (যদিও এই ঔষধ চরক সংহিতা কিংবা ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতি বৈদ্য-গ্রন্থে উল্লিখিত নাই) প্রদান করিতে অঙ্গীকৃত হইলে অগ্নির ও কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে তাহার ক্রুশচক্র ব্যবস্থা হইল। অনন্তর

অনুতাপের জন্য কিছুদিন মন্দিরে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ শুনিতে লাগিল। একদিন পাঠ শুনিতে শুনিতে শুনিল "একের পরিবর্ত্তে শতেক পাইবে এবং এইরূপে অক্ষয় জীবন লাভ করিবে।" এই কয়টি কথা শুনিয়া সে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিল। অনন্তর আহারের সময় উপস্থিত হইলে ইনকুইজিটার তাহাকে কহিলেন যে, সেদিন ধর্ম্মপুস্তক পাঠ শুনিয়াছিলে কি না। সে ব্যক্তি যথার্থ উত্তর দিলে পুনরায় ইনকুইজিটার কহিলেন যাহা শুনিয়াছ তাহাতে কি তোমার কোন কিছু সন্দেহ আছে? সে ব্যক্তি কহিল না মহাশয় তবে কেবল মাত্র এই যে, যাহা শুনিলাম তাহা মনে করিয়া আপনারও আপনার ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য আমার বড় কষ্ট হয় যে আপনাদের পরকালে কি হইবে? ইহা শুনিয়া ইনকুইজিটার কহিলেন সে কথা কি? সে ব্যক্তি উত্তর করিল আপনি স্মরণ করুন তথায় একস্থলে আছে "একের পরিবর্ত্তে শতেক পাইবে।" আমি যে দিন এখানে আসিয়াছি, সেইদিন হইতে প্রতিদিনই দেখি আপনারা আহারান্তে এক কিংবা কোন২ দিন দুই ফোঁটাও যূষ দীন দরিদ্র দিগকে বিতরণ করেন। যদি আপনারা একের পরিবর্ত্তে শতেক প্রাপ্ত হন তবেত পরলোকে আপনারা যূষে ডুবিয়া যাইবেন। ইহা শুনিয়া আহারার্থে উপবিষ্ট সমস্ত লোক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল এবং ইনকুইজিটারও হতবুদ্ধি হইয়াগেল। অনন্তর ইনকুইজিটার তাহাকে তাহার স্বকার্য্যে প্রস্থান করিতে বলিলেন।

মার্টিলিনো বসন্তক।

(২৪)

ট্রিয়ার্সনগরে আরিগো নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। এই ব্যক্তির জীবন নিষ্কলঙ্ক। সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, এইরূপ জনশ্রুতি ছিল যে, এই ব্যক্তির মৃত্যুকালে ভজনামন্দিরের ঘণ্টা আপনা আপনি বাজিয়া উঠিয়াছিল। সকলেই ইহা অদ্ভুত বিবেচনা করিয়া আরিগোকে সাধু বলিয়া প্রচার করিয়া দিল। দলে দলে লোকে আরিগোর মৃতদেহ দর্শনে চলিল। অনন্তর তথায় অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, আতুরগণ সকলেই রোগ মুক্তির আশায় সেই মৃতদেহ স্পর্শ করিতে আসিতে লাগিল। এই সময় ফ্লরেন্সবাসী তিনজন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের একজনের নাম ষ্টেচী, অন্যের নাম মার্টিলিনো এবং শেষ জনের নাম মারফিজ্। ইহারা সম্ভ্রান্ত রাজন্যগণের সভাস্থলে গমন করিত এবং রহস্য করিয়া তাহা-দিগের তুষ্টিসাধন করিত। ইহাই ইহাদের জীবনোপায়। ইহারা কেহই পূর্ব্বে কখনও ট্রিয়ার্স নগরে আগমন করে নাই। এক্ষণে সেইরূপ জনতা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কারণ শ্রবণ করিয়া তাহারা সেই মৃতদেহ দর্শন করিতে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর এক পান্থশালায় আপন আপন দ্রব্যাদি রক্ষা করিয়া তাহারা সেই মৃতদেহ দর্শন করিতে চলিল। নিতান্ত জনতাবশতঃ অগ্রসর হওয়া সুগম ছিল না; অধিকন্তু ভজনামন্দির এতাদৃশ লোকাকীর্ণ যে তাহাতে প্রবেশ করাই অসম্ভব।

মার্টিলিনো দেখিতে এতদূর উৎসুক হইয়াছিল যে, সে কহিল, "যাহাহউক আমাকে কিন্তু এই মৃতব্যক্তির সন্নিকটে যাইতেই হইবে।" মারফিজ কহিল কিরূপে যাইবে ইহা কি সম্ভব ? মার্টিলিনো কহিল "আমি পঙ্গুর ন্যায় হইব এবং তুমিও ষ্টেটী আমাকে দুই দিকে ধরিয়া লইয়া যাইবে,—যেন আমি চলিতে পারি না ; এইরূপে আমরা অগ্রসর হইয়া মৃতব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইব এবং লোকেও আমার রোগ শান্তির জন্য পথ ছাড়িয়া দিবে। তাহারা এই উদ্ভাবিত উপায়ে নিতান্ত হৃষ্ট হইল এবং এক গোপনীয় স্থানে উপস্থিত হইল। তথায় মার্টিলিনো অঙ্গভঙ্গী করিয়া হাত, পা, আঙ্গুল, নাক, মুখ, চক্ষুঃ এরূপ বিকৃত করিল যে তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সকলেই মার্টিলিনোকে বাস্তবিকই সেইরূপ মনে করিল। এইরূপে বিকৃতআকার মার্টিলিনোকে মারফিজ্ ও ষ্টেটী ভজনামন্দিরের পথে লইয়া চলিল,—রাস্তার সকল লোকেই পথ ছাড়িয়া দিল এবং "পথ ছাড় পথ ছাড়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই তাহারা সেণ্ট আরিগোর মৃতদেহের নিকটে উপস্থিত হইল। অনন্তর মার্টিলিনোকে চতুঃপার্শ্বস্থ ব্যক্তির মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া আরিগোর উপর লম্বভাবে শায়িত করা হইল। সকলেই কুতূহলী হইয়া মার্টিলিনোর উপর দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল,—সকলেই দেখিতেছে কেমন করিয়া সেই ব্যক্তি আশ্চর্য্যরূপে রোগমুক্ত হয়। অনন্তর চতুর মার্টিলিনো প্রথমতঃ আঙুল সোজা করিল, পরে হস্তদ্বয়, তৎপরে পদদ্বয় এবং অবশেষে সমস্ত শরীর বিস্তৃত করিয়া স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল ; ইহা দেখিয়া চতুর্দ্দিকে লোকে সেণ্ট-আরিগোর সাধুবাদে গগন কম্পিত করিতে লাগিল। সকলে

এরূপ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল যে তখন বজ্রপাতের শব্দ ও কাহারও কর্ণগোচর হইত না। এই সময়ে সেই স্থানে ফ্লরেন্স বাসী একজন উপস্থিত ছিল। এইব্যক্তি যখন দেখিল যে তাহাদের দেশের মার্টিলিনোই সেই পঙ্গুর আকার ধারণ করিয়াছিল, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল এবং কহিল "কে না ইহাকে যথার্থই পঙ্গু বিবেচনা করিয়াছিল?" নিকটস্থ দণ্ডায়মান কয়েকব্যক্তি তাহা শুনিয়া কহিল "তবে কি এইব্যক্তি পঙ্গু ছিল না?" অন্যজন উত্তর করিল "না, এইব্যক্তি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সরল, কিন্তু ইহার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে আপনার অঙ্গ নানা প্রকারে বিকৃত করিতে পারে।" ইহাতে তাহারা সকলে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল "এই পাপাশয় ঈশ্বর নিন্দুক কোনও রোগাক্রান্ত না হইয়া সাধুজনের অপমান করিতে আসিয়াছে।" অনন্তর তাহারা তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমে পাতিত করিল, কেহবা পদাঘাত করিতে লাগিল, কেহবা মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল,—এইরূপে সকলেই তাহাকে প্রহার করিতে চেষ্টা করিল। মার্টিলিনো এইরূপে নিগৃহীত হইয়া ভগবানের নাম করিয়া ক্ষমা কর ক্ষমা কর করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমশঃ আঘাত গুরুতর হইয়া উঠিল এবং মারফিজ ও ষ্টেটী সাহায্য করিবার কোনও আশা না দেখিয়া "খুন কর, বেটাকে খুন কর," বলিয়া মুখে চীৎকার করিতে লাগিল কিন্তু বাস্তবিক মনে মনে তাহারা তাহাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপ চলিলে মার্টিলিনোকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইত, কিন্তু মারফিজ এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া সত্বরগমনে শান্তিরক্ষক দিগের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিল মহাশয়

"এই স্থানে একব্যক্তি আমার একশত ফ্লোরিন্ পকেট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।" অমনি শান্তিরক্ষকগণ মার্টিলিনোর নিকট কষ্টে কোনও রকমে ভিড় ঠেলিয়া উপস্থিত হইয়া বিপন্ন মার্টিলিনোকে বাহিরে আনয়ন করিল। সকলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং এখন ইহাকে গাঁইটকাটা শুনিয়া অন্যরূপে প্রতিশোধের আশা নাই দেখিয়া সকলেই কহিতে লাগিল এইব্যক্তি তাহাদেরও পকেট মারিয়াছিল। বিচারক স্বভাবতঃ কিছু নিষ্করুণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তির নামে এইরূপ নানা অভিযোগ শুনিয়া তাহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মার্টিলিনো বিচারকের প্রশ্ন সকলের রহস্যভাবে উত্তর করিতে লাগিল। ইহাতে বিচারক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাহার দোষ স্বীকার করাইবার জন্য বেত্রাঘাতের অনুমতি দিলেন। বিচারক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "যে সকল অভিযোগ তাহার নামে আসিতেছে সে সকল সত্য কি মিথ্যা?" এখনও অস্বীকার করিলে আর নিস্তার নাই, তাহাকে নিশ্চয়ই ফাঁসি যাইতে হইবে। অনন্তর মার্টিলিনো কহিল, ধর্ম্মাবতার আমি আমার অপরাধ এখনই স্বীকার করিব; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নামে অভিযোগকারীদিগকে কোথায় ও কবে আমি তাহাদের গ্রন্থিচ্ছেদ করিয়াছি ইহা বলিতে আজ্ঞা করুন। অনন্তর বিচারক ইহা উচিত বিবেচনা করিয়া অভিযোগকারীদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের একজন কহিল "আটদিন পূর্ব্বে এই ব্যক্তি আমার গাঁইট কাটিয়াছে," আবার কেহ কহিল "সেই দিনই সেই ব্যক্তি তাহার গাঁইট কাটিয়াছে।" অনন্তর মার্টিলিনো কহিল ধর্ম্মাবতার, ইহারা সকলেই মিথ্যা

কহিতেছে,—আমি এ দেশে অল্প দিন হইল আসিয়াছি এবং আসিবার পরই এই সাধুব্যক্তির মৃতদেহ দর্শনে গিয়াই ইহাদের কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছি। এ বিষয় আপনার একজন কর্ম্মচারী সাক্ষ্য দিতে পারিবে এবং আমার গৃহস্বামী সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এদিকে ষ্টেটী ও মারফিজ মার্টিলিনোর বিপদ দেখিয়া অধীরভাবে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তাহাদের গৃহস্বামীকে দেখিতে পাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইল। গৃহীস্বামী সমস্ত শুনিয়া আলেকজাণ্ডার অসগালেণ্টি নামক দেশের একজন প্রধান ব্যক্তির নিকট গিয়া সমস্ত বর্ণন করিলেন। ইনিও সেই সমস্ত শুনিয়া যৎপরোনাস্তি প্রহসনের পর মার্টিলিনোর উদ্ধারে প্রতিশ্রুত হইয়া গবর্ণরের নিকটস্থ হইলেন এবংমার্টিলিনোকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার নিম্মিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। গবর্ণর বিচারকের নিকট লোক পাঠাইলেন কিন্তু বিচারক প্রথমে তাহাতে অস্বীকার করিলেন। অনন্তর বাধ্য হইয়া মার্টিলিনোকে গবর্ণরের হস্তে অর্পণ করিলেন। মার্টিলিনো গবর্ণরের নিকট তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিল। গবর্ণর সেই সমস্ত বর্ণন শুনিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদিগকে পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন।

খোদা যব দেগা তব ছাপ্পড় ফোঁড়কে দেগা।

(২৫)

এক সওদাগর ভেরোনা নগর হইতে প্রত্যাগমন কালে দেখিতে পাইল পথিমধ্যে তিনজন লোক সেই পথে যাইতেছে।

ইহারা আকার প্রকারে সওদাগরের ন্যায়, কিন্তু ইহারা সওদাগর নহে,—ইহারা দস্যু। সেইব্যক্তিকে তাহারা সওদাগর বিবেচনা করিয়া এবং এই ব্যক্তির নিকট অবশ্যই অর্থ আছে জানিতে পারিয়া তাহার সমুদায় অর্থ সুবিধা পাইলেই আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সহিত আলাপ করিয়া কথা বার্ত্তায় চলিতে লাগিল। তাহাদের কথা বার্ত্তায় ও ভদ্রব্যবহারে সওদাগর মনে করিল "ইহারা অবশ্যই সৎলোক হইবে এবং পথিমধ্যে সেইরূপ সহায় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে নিতান্ত সুখী বিবেচনা করিতে লাগিল। অনেক কথা বার্ত্তার পর উপাসনার কথা উঠিল। দস্যুদিগের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় কোথাও যাইবার সময় কোন ভজনাটি করিয়া যাত্রা করেন?" সওদাগর কহিল "এসকল বিষয়ে আমি বড় বিজ্ঞ নহি এবং আমারও অধিক ভজনা অভ্যাস নাই। জ্ঞানের মধ্যে এইটুকু আছে যে,—ষোল আনায় একটাকা হয় এইমাত্র জানি। তবে যে কথা বলিতেছেলেন,—যাত্রার সময় আমি স্বর্গীয় পিতার এবং পবিত্র মেরির স্তোত্রটি পাঠ করি। অনন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া সাধু ও পুণ্যাত্মা জুলিয়ানের নিকট রাত্রিতে উত্তম বাসস্থান পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি; আমি এ পর্য্যন্ত পথিমধ্যে কোনও বিপদে পতিত হই নাই এবং রাত্রিতে ও বরাবর উত্তম বাসস্থান লাভ করিয়াছি। আর আমার বিশ্বাস ধর্ম্মাত্মা জুলিয়ানই অনুগ্রহ করিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার উপর এই করুণা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর একজন দস্যু কহিল "আজ বোধ হয় আপনি সেই স্তোত্র পাঠ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই।"

সওদাগর কহিল না বিস্মৃত হই নাই। অনন্তর সেই দস্যু মনে মনে করিল অদ্য দেখা যাইবে স্তোত্র পাঠ করিয়া তুমিই বা রাত্রিতে কিরূপ বাসস্থান পাও আর আমরাই বা কিছু না করিয়া কিরূপে থাকি। অনন্তর প্রকাশ্যে কহিল "আমাকেও অনেক স্থানে যাইতে হয় এবং যদিও আপনার স্তোত্রটির নানাগুণের কথা শুনিয়া থাকি, তথাপি আমি যাত্রার সময় অন্য একটি স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকি এবং আমারও কোনও বিপদ ঘটে না।"

এইরূপ নানা কথা বার্ত্তায় তাহারা চলিতে লাগিল; কিন্তু দস্যুগণ কেবল সুবিধা ও উপযুক্ত স্থান দেখিতে লাগিল। অনন্তর গুলীল্মো নামক দুর্গের নিকট নদী তরণের সময় তাহারা সেইস্থানে নির্জ্জন পাইয়া এবং সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় দেখিয়া সওদাগরকে আক্রমণ করিল। তাহার নিকট যাহা কিছু ছিল সমস্তই অপহরণ করিল। অনন্তর তাহার পরিচ্ছদ পর্য্যন্তও অপহরণ করিয়া নগ্নপ্রায় করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং যাইবার সময় কহিল "যা আজ তোর ধর্ম্মাত্মা জুলিয়ান তোকে রাত্রিতে আমাদের মত বাসস্থান দেয় কেমন দেখ্"। সওদাগরের একটী অত্যন্ত সাহসী ভৃত্য ছিল, সে যখন দেখিল প্রভু দস্যুদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন, তখন অশ্বকে কশাঘাত করিয়া তীব্রবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং যতক্ষণ না গুলীল্মো দুর্গে উপস্থিত হইল ততক্ষণ একবারও ফিরিয়া দেখিতে সাহস করিল না। সওদাগর এইরূপে নগ্নপ্রায় হইয়া কিছুক্ষণ তথায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। ঘোরতর শীত; বরফ পড়িতেছে। একবার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখিল, মাথা ফেলিয়া থাকিবার ও স্থান দেখিতে

পাইল না। অনন্তর ভয়ে কাতর হইয়া আস্তে আস্তে গুলীল্মো দুর্গের দিকে চলিতে লাগিল। ভাবিল যদি দুর্গমধ্যে প্রবেশের অনুমতি পায় তবে তথায় সাহায্য পাইতে পারে। কিন্তু সহরের অর্দ্ধক্রোশ দূরেই অন্ধকার হইয়া আসিল এবং দুর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল দুর্গের তোরণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে সুতরাং প্রবেশের আর উপায় নাই।

অনন্তর নিতান্ত হতাশ হইয়া বরফের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কোন এক আবরণের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল কিছু দূরে দুর্গের প্রাচীরে এক বারাণ্ডা রহিয়াছে। তথায় গিয়া দেখিল প্রাচীরে এক দ্বার রহিয়াছে কিন্তু তাহাও অর্গলাবদ্ধ। অনন্তর চতুঃপার্শ্ব হইতে কতকগুলি তৃণ সংগ্রহ করিয়া সেই বারাণ্ডার নিম্নে উপবেশন করিল, এবং দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইয়া জুলিয়ানের নিকট নানা খেদের কাহিনী কহিতে লাগিল। একবার কহিল জুলিয়ানের উপর তাহার যেরূপ অচলা ভক্তি তাহাতে সেরূপ অনাদর প্রকাশ তাহার উচিত নহে। কিন্তু সেই সওদাগরের উপর ধর্ম্মাত্মা জুলিয়ানের প্রেতাত্মার স্নেহ ছিল,—তিনি তাহার নিমিত্ত সুন্দর বাসস্থান ও ভোগ্যবস্তু সমুদায়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই দুর্গের একপার্শ্বে মারকুইস্ আজোরের প্রিয়তমা প্রণয়িণী বাস করিত। রমণী অতিশয় রূপসী এবং মারকুইসের দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ ছিল। যে গৃহের নিম্নে সওদাগর রাইলাণ্ড (ইহার নাম রাইলাণ্ড ছিল) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজের খেদের কাহিনী কহিতেছিল, সেই রমণী সেই গৃহে বাস করিত। মারকুইসের সেই রাত্রিতে তথায় আসিবার কথা ছিল এবং

এইজন্য রমণী তাঁহার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য সকল ও স্নানের উপযুক্ত উষ্ণ জল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। সমস্তই প্রস্তুত,—কিন্তু মারকুইস্ কোন অলঙ্ঘনীয় কারণে তথায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া রমণী নিতান্ত দুঃখিত হইল এবং কষ্টে রাত্রি যাপন করিতে হইবে ভাবিয়া অবশেষে স্নানাগারে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা গাত্র মার্জ্জন করিয়া আহারান্তে শয়ন করিবে। রাইলাণ্ড যে বদ্ধদ্বার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল স্নানাগারটি তাহারই নিকট। যখন রাইলাণ্ড নিজ দুঃখের কাহিনী কহিতে ছিল, তখন রমণী স্নানাগার হইতে সমস্ত শুনিয়া স্বীয় পরিচারিকাকে সেই দ্বার পার্শ্বে কে রহিয়াছে দেখিতে বলিল। পরিচারিকা দুর্গপ্রাচীরের উপর হইতে রাইলাণ্ডকে তদবস্থায় উপবিষ্ট দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল তিনি কে। রাইলাণ্ড শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায় অস্পষ্টস্বরে আপনার সমস্ত বিবরণ বিজ্ঞাপন করিল এবং পরিশেষে কহিল অনুগ্রহ করিয়া যদি একটু স্থান প্রদান করেন, তবে শীতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। পরিচারিকা রাইলাণ্ডের কথাতে তাহার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া স্বামিনীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রমণী ও তাহা শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাহার মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর মনে হইল যে সেই দ্বারের চাবি তাহারই নিকটে আছে এবং সেই দ্বার দিয়া কখন কখন মারকুইস্ গোপনে আগমন করিতেন। অবশেষে পরিচারিণীকে কহিল "যাও, আস্তে আস্তে দ্বার মুক্ত কর; আমাদের অনেক খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত আছে কিন্তু খাইতে লোক নাই এবং আমরাও ইহাকে থাকিবার একটু স্থান

দিতে পারি।” অনন্তর পরিচারিণী দ্বার মুক্ত করিয়া রাইনাণ্ডকে শীঘ্র প্রবেশ করিতে কহিল অধিকন্তু তাহাকে শীতে কাতর দেখিয়া কহিল, এই স্নানাগারে প্রবেশ কর ইহার জল এখনও উত্তপ্ত আছে। রাইনাণ্ড আর অধিক অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিল। অনন্তর গৃহ-স্বামিনী তাহার নিমিত্ত এক পরিচ্ছদ প্রেরণ করিল এবং ইহা রাইনাণ্ডের শরীরে এরূপ মানাইল যেন সেই পরিচ্ছদ তাহারই জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন রাইনাণ্ড ঘোর কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভগবানের নাম লইতে লাগিল ও পুনঃ পুনঃ সাধুজুলিয়ানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

এই সময় রমণী কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর বড় ঘরে একটি অগ্নিপ্রজ্বলিত করিতে কহিয়া তথায় আগমণ পূর্ব্বক পরিচারিকাকে আগন্তুকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। পরিচারিকা কহিল “এখন ইহাঁকে পরিচ্ছন্ন দেখিয়া বেশ সুশ্রী ও ভদ্রলোকের মত দেখাইতেছে”। অনন্তর রমণী কহিল “তবে যাও ইহাঁকে এই ঘরে অগ্নির নিকট আন, বোধ হয় ইহাঁর আজ আহারও হয় নাই।” রাইনাণ্ড গৃহে প্রবেশ করিলে রমণী দেখিল পরিচারিকা ইহাঁর বিষয় যথার্থ কহিয়াছে, অনন্তর আপন পার্শ্বে তাহাকে আসনে উপবেশন করিতে কহিয়া তাহার দুর্ভাগ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল। রাইনাণ্ড আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিলে রমণীও তাহার কথা বিশ্বাস করিল কারণ এক ভৃত্যের তথায় আগমনের কথা প্রচার হইয়াছিল। রমণীও কহিল যে সেই ভৃত্যকে তিনি পরদিস দুর্গমধ্যে দেখিতে পাইবে। অনন্তর আহার আনীত হইলে তাহারা হস্ত প্রক্ষালন করিয়া উভয়ে আহারে উপবেশন করিল।

রাইলাও দেখিতে দীর্ঘকায় ও সুশ্রী এবং মুখশ্রী সুন্দর; আলাপেও মিষ্টভাষী, বয়সও অধিক নয়,—মধ্যম বয়স্ক। আহারের সময় রমণী অনেকবার রাইলাওের দিকে কটাক্ষপাত করিয়াছিল এবং ইহাকে মনের মত দেখিয়া আহারান্তে পরিচারিণীর সহিত পরামর্শ করিল যে, যখন মারকুইস অনুপস্থিত তখন এরূপ সুবিধা পরিত্যাগ না করিলে হানি কি? পরিচারিণী কিরূপে স্বামিনীর তুষ্টি সাধন করিতে হয় তাহাতে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। সে রমণীর সেরূপ কথা শুনিয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। অনন্তর রমণী বড় ঘরের অগ্নির নিকট পুনরপি গমন করিয়া রাইলাওের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মৃদুহাস্যে কহিল "মহাশয় এরূপ চিন্তিত কেন? শান্ত হউন; আপনি এখন আমার গৃহে রহিয়াছেন; অধিকন্তু আপনাকে আমার স্বামীর পরিচ্ছদ পরিহিত দেখিয়া অনেকবার আমার বোধ হইয়াছিল যেন, তিনিই আমার নিকট উপস্থিত এবং অনেকবারও আমি সেই সম্বোধনে আপনাকে অভিহিত করিতেছিলাম"। রাইলাও এই সকল প্রেম-প্রণয়ের বিষয় ভাল রূপ বুঝিতেন এবং সহজেই রমণীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। অনন্তর উভয়েই অভিলষিত বিষয়ে সম্মত হইয়া রাত্রি, যাপন করিল। অনন্তর প্রত্যূষে রমণী রাইলাওকে কতকগুলি পুরাতন বস্ত্রাদি ও প্রচুর অর্থ প্রদান পূর্ব্বক রাত্রির কথা গোপন করিতে বলিয়া, দুর্গের মধ্যে তাহার ভৃত্যের অনুসন্ধান পাইতে পারিবে বলিয়া রাইলাওকে বিদায় দিলেন। দিবা প্রকাশ হইবার সময়েই রাইলাও যেন অনেক দূর হইতে আসিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় ভৃত্যকে দেখিয়া বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অনুচরের

সহিত অশ্বে আরোহণ করিবেন এমন সময়ে যে দস্যু পূর্ব্বদিবস তাঁহার সমস্ত অর্থ অপহরণ করিয়াছিল তাহাদিগকে ধৃত ও দুর্গমধ্যে বন্দী দেখিলেন। ইহারা আপনা হইতেই রাইলাণ্ডের অর্থ অপহরণের কথা স্বীকার করিলে রাইলাণ্ড নিজের সমস্ত অর্থ ও ঘোটকটী ফিরিয়া পাইলেন। অনন্তর রাইলাণ্ড ঈশ্বরের ও সাধু জুলিয়ানকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

ইসাবেলা ও লোরেনজো।

(২৬)

মেসিনা নগরে তিন জন সম্পত্তিশালী যুবা বণিক বাস করিত, ও তাহাদের ইসাবেলা নাম্নী একটী ভগিনী ছিল। পাইসানগর নিবাসী লোরেনজো নামক একজন সুশ্রী পুরুষ তাহাদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ঘটনাক্রমে ইসাবেলার সহিত তাঁহার প্রণয় সঞ্চার হইতে লাগিল। এক দিবস ইসাবেলার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহাদিগের এই গুপ্ত প্রণয়ের পরিচয় পাইল, কিন্তু সেই সময়ে তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া মনে মনে লোরেনজোকে তাহার এই দুষ্কার্য্যের প্রতিফল দিবার জন্য কৃত সঙ্কল্প হইল, অবশেষে তাহার ভ্রাতাদিগের নিকট এই বিষয় জ্ঞাপন করিল। অনন্তর তিন ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া তাহাকে এক নির্জ্জন স্থানে লইয়াগিয়া তথায় তাহাকে হত্যা করিয়া সেই স্থানেই কবরশায়ী করিল। এইরূপে কিছুদিনগত হইলে ইসাবেলা তাহার ভ্রাতাদিগকে লোরেনজোর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, লোরেনজোকে

তোমার আবশুক কি? কিজন্য তুমি আমাদিগকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সর্ব্বদা বিরক্ত কর? ইসাবেলা এই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইল এবং ভয়ে আর কখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিত না।

একদিন রাত্রে ইসাবেলা নিদ্রা যাইতে যাইতে স্বপ্নযোগে দেখিল যে, লোরেনজো তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতেছে প্রিয়ে ইসাবেলা তুমি কি জন্য সর্ব্বদা আমার অনুপস্থিতিতে আমার জন্য রোদন কর এবং পুনঃ পুনঃ আমায় আহ্বান কর? আমি পুনরায় আর তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিব না, কারণ তোমার ভ্রাতারা আমাকে নিহত করিয়াছে। এই কথা বলিয়া যে স্থানে তাহাকে গোর দেওয়া হইয়াছিল, সেই স্থান বলিয়া দিয়া সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। ইসাবেলা এই ব্যাপারে জাগরিত হইয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং অত্যন্ত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। অতঃপর সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন পূর্ব্বক কবর উত্তোলিত করিয়া দেখিল যে বাস্তবিকই তাহার প্রিয়পাত্র। কিন্তু সেই স্থানে ক্রন্দন করা অনুচিত ভাবিয়া ঐ মৃতদেহ লইয়া গুপ্তভাবে আপন কক্ষ মধ্যে প্রত্যাগমন করিল ও একটী সুন্দর টবে ঐ মৃতদেহ স্থাপন করিয়া তাহার উপর মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিল ও তদুপরি প্রত্যহ গোলাপ জল সেচন করিতে লাগিল। কালক্রমে ঐ টবে জল সিঞ্চিত হওয়াতে তাহার উপর সুন্দর বৃক্ষ সকল জন্মিতে লাগিল ও তাহাতে সুন্দর সুন্দর পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ইসাবেলা প্রত্যহই ঐ টবের নিকট আসিয়া রোদন করিত। এইরূপ করাতে ক্রমে ক্রমে তাহার শরীর শীর্ণ হইতে

লাগিল। তাহার ভ্রাতাগণ ইহা দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ টবে কি আছে তাহা জানিবার জন্য ঐ টবের মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করিয়া তাহার মধ্যে মৃতদেহ নিরীক্ষণ করিল এবং ইহাই লোরেনজোর শব স্থির করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। অনন্তর গুপ্তভাবে ঐ মৃতদেহ অন্য স্থানে প্রোথিত করিয়া ভয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া নেপল্‌সে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু ইসাবেলা যত দিন জীবিত ছিল তত দিন সে অনবরত অশ্রুপাত করিয়াই কালাতিপাত করিতে লাগিল।

অসৎকর্ম্মের প্রতিফল।

(২৭)

সিয়ানো নগরে স্পিনালোসিয়া ও জেপ্পা নামক দুই সম্ভ্রান্ত প্রতিবাসী যুবক বাস করিতেন। তাঁহাদের উভয়েরই স্ত্রী সমান রূপবতী ছিল। উভয়ে সর্ব্বদাই উভয়ের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। ঘটনাক্রমে এক দিবস স্পিনালোসিয়া জেপ্পার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জেপ্পা বাটীতে উপস্থিত নাই। তাঁহার স্ত্রী মহা সমাদরে স্পিনালোসিয়াকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং স্বামী গৃহে নাই দেখিয়া তাঁহার সহিত সুখে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। জেপ্পা গোপনে সমস্তই দেখিলেন; কিন্তু সেই সময়ে গোলযোগ করিলে পাছে প্রতিবাসী সকলের নিকট লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হয় এই ভয়ে সে সময়ে কিছুই না বলিয়া মনে মনে প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

স্পিনালোসিয়ার প্রতিগমনের পরই তৎক্ষণাৎ জেপ্পা আপন

কক্ষে গমন করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন মতেই এই বিষয়ে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তখন তিনি স্ত্রীকে কোনরূপ শাস্তি না দিয়া তাহাকে কহিলেন, যদি তুমি আমার কথামত কার্য্য কর তবে আমি তোমায় ক্ষমা করিব। রমণী তাহাতেই স্বীকৃতা হইল। তখন তিনি স্ত্রীকে কহিলেন কল্য আমি ছল পূর্ব্বক বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যাইব, আর তুমি স্পিনালোসিয়াকে বাটীতে আনাইবে এবং আমি বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে এই সিন্ধুকে বদ্ধ করিবে, অতঃপর যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা আমি বলিব।

এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে জেপ্পার স্ত্রী স্পিনালোসিয়াকে আপন আলয়ে ডাকাইয়া আনিল। জেপ্পাও কিঞ্চিৎপরে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্বশিক্ষামত তাঁহাকে সিন্ধুকে পূরিয়া তালকাবদ্ধ করিলেন। জেপ্পা পথিমধ্যে স্পিনালোসিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে বাটী হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছেন এই নিমিত্ত তাঁহার স্ত্রীকে কহিলেন অদ্য স্পিনালোসিয়ার স্ত্রীকে আমাদের বাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আহ্বান কর। তাহার স্ত্রী নিজ কক্ষস্থ গবাক্ষ দিয়া তাহাকে ডাকিল এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাকে আপন বাটীতে আনিল। অনন্তর স্পিনালোসিয়ার স্ত্রী আগমন করিলে তিনি প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে ঘরে স্পিনালোসিয়া সিন্ধুকাবদ্ধ ছিল সেই গৃহেই তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, অদ্য আমি তোমায় একটী সুন্দর রত্ন প্রদান করিব।

স্পিনালোসিয়া অভ্যন্তর হইতে সমস্ত শুনিতে ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীর সহিত এইরূপ অযথা ব্যবহারে ও কথোপকথনে তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু জেপ্পার ক্রোধ বশতঃ কিছুই প্রকাশ করিতে না পারিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর জেপ্পা সকলের সম্মুখে সিন্দুক উন্মোচন করিয়া স্পিনালোসিয়ার স্ত্রীকে কহিলেন, তোমায় আমি এই রত্ন প্রদান করিলাম গ্রহণ কর। ইহা দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইলেন। অতঃপর চারিজনে একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন এবং ইহার পর হইতে তাঁহাদের উভয়ের প্রত্যেকের দুইটী করিয়া স্বামী ও স্ত্রী হইল।

ভালবাসার পরিণাম।

(২৮)

রসিগ্লিনো ও গারডাসটেনো নামক দুই অতি বিখ্যাত নাইট ছিলেন। তাঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই উভয়ে যুদ্ধে গমন করিতেন এবং তাঁহারা উভয়েই প্রায় সমান যোদ্ধা ছিলেন। রসিগ্লিনোর স্ত্রী সাতিশয় রূপসী ছিল এবং যদিও রসিগ্লিনো তাহার বাটী হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিতি করিত তথাপি গারডাসটেনোর স্ত্রীর রূপে মোহিত হইয়া তিনি তাহার প্রেমে পতিত হইয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি দেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বীরপুরুষ ছিলেন এবং রমণীও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। তাহার নিকট আসিয়া সর্ব্বদা নানা বিষয়ের গল্প করিতেন। ক্রমে ক্রমে এই বিষয় রসিগ্লিনোর কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই দুষ্কার্য্যের প্রতিফল

দিবার নিমিত্ত মনে মনে স্থির করিয়া পর দিবস রাত্রে তাঁহার আলয়ে তাঁহাকে ভোজনের নিমিত্ত আহ্বান করিলেন।

অতঃপর রসিগ্নিনো অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পথিমধ্যে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গারডাসটেনো ও তাহার সমভিব্যাহারী দুই ভৃত্যকে নিরস্ত্র আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রোধ ও ঈর্ষ্যার সহিত আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল বর্ষা দ্বারা একেবারে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি একটী মাত্রও কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া ভূমে পতিত হইলেন। তখন রসিগ্নিনো অস্ত্র দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার অন্ত্রাদি বাহির করতঃ গোপনে বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত করিয়া বাটীতে আনয়ন করিলেন। গারডাসটেনোর ভৃত্যগণ ভয়ে পলায়ন করিল।

রসিগ্নিনোর স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই গারডাসটেনোর রাত্রি ভোজ-নের সম্বাদ পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া তাহার স্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার স্বামী কহিলেন "আমি এইমাত্র সম্বাদ পাইলাম যে তিনি অদ্য আমাদের এখানে আসিতে পারিবেন না।"

এদিকে রসিগ্নিনো গৃহে আসিয়া পাচককে কহিলেন যে, এই শূকরের অন্ত্র সুন্দর রূপে পাক কর ইহা যেন যতদূর সম্ভব মুখপ্রিয় হয়। পাচক ইহা শুনিয়া নানাবিধ মসলা সংযোগে উহা সুন্দর রূপে পাক করিল। অনন্তর ভোজন সময় উপস্থিত হইলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একত্রে ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। রসিগ্নিনো কেবল মাত্র আস্বাদন করিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত সুস্বাদু বশতঃ সমস্তই ভোজন করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া তাহার স্বামী কহিল

"ইহা কেমন সুস্বাদু লাগিল ?" রমণী কহিল "আমি নিশ্চয় বলিতেছি ইহা অত্যন্ত সুস্বাদু হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া তাহার স্বামী উত্তর করিলেন "ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে,—কারণ যখন ইহা জীবিত ছিল তখনও ইহা পৃথিবীর মধ্যে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু ছিল।" রমণী কহিল "কেন ? তুমি আমাকে এমন কি বস্তু আহার করাইলে ?" তাহার স্বামী কহিল "ইহা প্রকৃতই গারডাসটেনোর অন্ত্র—যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় নীচ স্ত্রীলোকের আদরের বস্তু ছিল—এবং এই হস্তেই তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া উহা আনয়ন করিয়াছি।" রমণী ইহা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং স্বামীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন অবশেষে গবাক্ষোপরি উত্থিত হইয়া তথা হইতে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক নিজদেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন। তাঁহার স্বামী এই ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত ভীতচিত্তে তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে নগরে এই কথা প্রচার হইয়া পড়িল। তখন দুইটী মৃতদেহই একত্রে ঐ রমণীর ভজনালয়েই কবরস্থ করা হইল।

মঠের অপ্রকৃত মূকমালী।

(২৯)

এক মঠে বয়স্কা আটজন সন্ন্যাসিনী ও মঠস্বামিনী বাস করিত। এই মঠে এক বৃদ্ধ মালী ছিল। সে তাহার অল্প বেতনে সন্তুষ্ট ছিলনা। একদিন সে মঠের সরকারের নিকট হইতে সমস্ত প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল। তথায়

তাহার বন্ধু বান্ধব সকলেই তাহাকে অনেকদিন পরে দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। মাসেটো নামক এক যুবক এতদিন কোথায় ছিলে,—কি করিতে প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। নুটো, (বৃদ্ধের নাম নুটো) সমস্তই বলিল মাসেটো পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল সেই মঠে তাহাকে কি কি কায করিতে হইত। নুটো কহিল "আমি সেখানে বাগানের মালী ছিলাম ও আমাকে আর আর অনেক কাজ করিতে হইত;—জল তুলিতে ও ঘরের কাজ কর্ম্মও করিতে হইত। কিন্তু মাহিনা বড় কম ছিল, আবার সেখানকার স্ত্রীলোক গুলো আমাকে বড়ই বিরক্ত করিত। এইরূপে বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম কিন্তু আসিবার সময় সরকার মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, কোন লোক পাইলে তথায় পাঠাইয়া দিও। আমি কিন্তু তাহা পারিব না; আমি স্বয়ং যেখানে থাকিতে পারিলাম না, সেখানে আর কে থাকিবে? মাসেটোর বয়স অল্প, সে মনে মনে কহিল "যদি পারি তবে একবার মঠে থাকিয়া দেখিব। নুটো যে সকল কাজ করিত বলিল তাহার ত সকলই আমিও পারি।" যাহা হউক উহাকে একথা বলা হইবে না। কিন্তু আমার বয়সের লোককে কি মঠে রাখিবে। অনন্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল বোবা হইলে ত কার্য্য সিদ্ধি হইবে; আবার এদেশ হইতে মঠ অনেক দূরে,—আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। এইরূপ স্থির করিয়া একখানি কুঠার স্কন্ধে লইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া দেশ হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর সে সেই মঠে উপস্থিত হইল, এবং সরকারকে উঠানে পাদচারণা করিতে দেখিয়া ইঙ্গিতে কহিল, যদি কিছু খাবার পায় তবে সে কাঠ চেলা করিয়া

দিতে পারে। সরকার দেখিল চেলা কাঠের প্রয়োজন আছে, সুতরাং তাহাকে কিছু খাইতে দিল। অনন্তর তাহাকে কতকগুলি কাঠ চেলা করিতে কহিল। মাসেটো যুবক ও বলিষ্ঠ ছিল, সে অল্পক্ষণ মধ্যে সে গুলি চেলা করিল। অনন্তর সরকার তাহার দ্বারা কতকগুলি গাছ কাটাইয়া গাধার পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া চালাইয়া আনিতে ইঙ্গিত করিল। মাসেটো সমস্ত কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিল। সরকারের অন্যান্য কার্য্য করাইবার আবশ্যক ছিল, সুতরাং মাসেটো তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিল। একদিন মঠস্বামিনী তাহাকে দেখিয়া সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই লোকটি কে? সরকার কহিল "এটি একটি গরিব, কালা, বোবা, একদিন কিছু ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। ভিক্ষা পাইয়া আমাদের অনেক কাজ করিয়া দিয়াছে। যদি এ লোকটি বাগানের কাজ জানে তবে ইহাকে বাগানের মালী করা যাইতে পারে। লোকটি বেশ বলিষ্ঠ অনেক কায করিতে পারে; অধিকন্ত শুনিতে পায়না, কথাও কহিতে পারে না সুতরাং ইহা হইতে কোন আশঙ্কাও নাই।" মঠস্বামিনী ইহা শুনিয়া কহিলেন, তবে দেখ, যদি এই লোকটি বাগানের কাজ করিতে পারে তবে ইহাকেই কাজে নিযুক্ত কর। মাসেটো নিকটেই কাজে ব্যস্ত ছিল, সে সমস্ত কথা শুনিয়া মনে মনে কহিল তাহার আশা পূর্ণ হইল। অনন্তর মঠের সরকার দেখিল সে লোকটি বাগানের কাজও করিতে পারিবে। পরে ইঙ্গিত দ্বারা সে তথায় থাকিবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে বোবা ইঙ্গিতে সম্মতি প্রকাশ করিল। এইরূপে তথায় নিযুক্ত হইয়া সরকারের আদেশ মত কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিল।

মঠের সন্ন্যাসিনীগণ তাহার নিকটে কোনও আশঙ্কা না করিয়া যাহা ইচ্ছা করিত এবং মঠস্বামিনী তাহা হইতে আশঙ্কা না করিয়া সেই সকল যেন দেখিয়া ও দেখিতেন না। একদিন মাসেটো শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, দুইজন সন্ন্যাসিনী তাহার নিকটে আসিল ও মনে করিল মাসেটো নিদ্রা যাইতেছে। এই দুই জনের মধ্যে একজন একটু প্রগল্ভা। অপর সন্ন্যাসিনীকে সম্বোধন করিয়া প্রথম সন্ন্যাসিনী কহিল "যদি কাহাকেও না বল, একটি কথা বলি।" দ্বিতীয়া বলিল "কি বলনা, আমি আবার কাহাকে বলিব?" অনন্তর প্রথমা কহিল "দেখ আমরা এখানে কি যন্ত্রণাতে পিঁজরার পাখীর মত বদ্ধ আছি,—কখনও মানুষের মুখও দেখিতে পাই না, কেবল বুড়ো সরকার আর এই মালী। যাহা হউক আমার কিন্তু একটি কৌতূহল তুষ্ট করিবার ইচ্ছা হইতেছে। এই বোবা হইতে আমাদের কোনও আশঙ্কা নাই; ইহার ত কিছু প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। তোমার ইচ্ছা কি?" দ্বিতীয়া সন্ন্যাসিনী তাহা শুনিয়া কহিল "সেকি ভগিনী? আমরা যে ভগবানের নিকট চিরকাল কুমারী থাকিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।" "ভগিনি! আমরা দিন দিন কতই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছি। যতগুলি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহার দুই একটি যদি ভঙ্গ করি, অন্যগুলি না হয় সাবধানে পালন করিব।" অনন্তর দ্বিতীয়া কহিল "প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে উপায় কি?" প্রথমা কহিল "উপায় অনেক আছে যদি আমরা নিজে নিজে প্রকাশ না করি তবে কাহার সাধ্য জানিতে পারে।" অনন্তর দ্বিতীয়া সন্ন্যাসিনী প্রথমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কার্য্যসিদ্ধির পন্থা জিজ্ঞাসা করিল। প্রায় দশটা বাজিয়াছে; এখন

সকলেই ঘুমাইয়াছে। উভয়ে দেখিল তখন বাগানে কেহও নাই; অনন্তর মাসেটোকে সম্মুখস্থ কুঞ্জবনে ডাকাইয়া নিজ নিজ মনস্কামনা পূর্ণ করিল। প্রতিদিনই এই রূপে দুই সন্ন্যাসিনী তাহাদের বৃত্তি চরিতার্থ করে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সকল সন্ন্যাসিনী ও ইহা জানিতে পারিল এবং সকলেই প্রথম দুই সন্ন্যাসিনীর ন্যায় আপনআপন অভিলাষ পূর্ণ করিল,। অবশেষে মঠস্বামিনী সমস্ত অবগত হইলেন এবং কৌতূহল পরবশ হইয়া যুবক মাসেটোকে আপন কক্ষে আনয়ন করিয়া কিছুদিন রাখিলেন। এইরূপে মাসেটোর অভিলাষ পরিপূর্ণ হইলে একদিন তাহার মুখ ফুটিল। সে মঠস্বামিনীর নিকটে গিয়া তথা হইতে প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিল। মঠস্বামিনী চমকিত হইয়া কহিলেন "একি আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি বোবা।" মাসেটো কহিল "আমি বোবা বটে, কিন্তু স্বাভাবিক বোবা নহি; দীর্ঘ পীড়ায় আমি বোবা হইয়াছিলাম; কিন্তু কালি রাত্রিতে আমার সে পীড়ার উপশম হইয়াছে এবং সেই নিমিত্ত আপনার নিকট বাটীগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।" যাহাহউক মঠস্বামিনী নির্ব্বোধের ন্যায় তাহাকে প্রস্থানের অনুমতি দিলেন না এবং সরকারের মৃত্যুর পর তাহাকেই সেই পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং প্রকাশ করিয়া দিলেন যে সাধু পুণ্যাত্মাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদেরই অনুগ্রহে মাসেটোর রোগশান্তি হইয়াছে।

ইহলোক ও পরলোক।

(৩০)

মিউসিয়ো ও টিনগোসিয়ো নামে দুই বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যহ উভয়ে একত্রে ভজনালয়ে গমন করিতেন ও তথায় পাপীর পরকালের অসহনীয় যন্ত্রণার ও পুণ্যবানের সুখের বিষয় শ্রবণ করিতেন। একদিন তাহারা এই বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করিবার নিমিত্ত পরস্পর এই পরামর্শ করিলেন যে, আমাদের মধ্যে যাহার অগ্রে মৃত্যু হইবে তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরলোকের বিষয় জানাইতে হইবে।

ইতি মধ্যে ঘটনাক্রমে এন্সেলমি নাম্নী এক রমণীর প্রতি তাহাদের উভয়েরই প্রণয় সঞ্চার হইল। কিন্তু তাহারা উভয়েই এই বিষয় পরস্পরের অগোচর রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। টিনগোসিয়ো এই রমণীর এক পুত্রের ধর্ম্ম পিতা ছিলেন, সেই জন্য এই কার্য্যে তাহার কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার বন্ধুর ইহা উত্তম সুবিধা হওয়াতে ইহাতে কৃত কার্য্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে টিনগোসিয়ো পীড়িত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন এবং মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে মিউসিয়োর শয়ন কক্ষে আগমন করিলেন। তাহাকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন মিউসিয়ো তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "তুমি কে?", তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি তোমার বন্ধু টিনগোসিয়ো, আমি তোমার নিকট পূর্ব্ব অঙ্গীকার প্রযুক্ত পরলোকের সংবাদ

দিতে আসিয়াছি।” মিউসিয়ো এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই সাহসে ভর করিয়া কহিলেন “তোমাতে তোমার অস্তিত্ব আছে কি না?” টিনগোসিয়ো শুনিয়া কহিলেন “তাহা না থাকিলে আমি কিরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছি?” মিউসিয়ো কহিলেন আমি তাহা বলিতেছি না; আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে “তুমিও কি পাপীদিগের মধ্যে একজন।” সে কহিল “না; কিন্তু কতকগুলি পাপের জন্য আমি অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। মিউসিয়ো জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার পাপ শান্তির জন্য তাঁহাকে কি কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে?” টিনগোসিয়ো উত্তর করিল “হাঁ; আমার নিমিত্ত ভিক্ষুকদিগকে দান ও পরমেশ্বরের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতে হইবে।” মিউসিয়ো ইহাই করিতে সম্মত হইল।

অনন্তর সেই মূর্ত্তি অপসারিত হইবার উপক্রম হইলে মিউসিয়ো দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন “বন্ধো তোমার ধর্ম্ম পুত্রের মাতার উপর যেরূপ অযথা ব্যবহার করিয়াছ তজ্জন্য কি শাস্তি হইয়াছে?” তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন “ভ্রাতঃ যখন আমি প্রথমে তথায় উপস্থিত হইলাম তখন আমাকে পাপীদিগের মধ্যে লইয়াগেল, আমি বোধ করিতে লাগিলাম যেন আমাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছে। ইহাতে আমি সাতিশয় ভীত হইলাম।” যাহারা আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল তাহার মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল “তুমি এমন কি অপরাধ করিয়াছ যাহার নিমিত্ত এরূপ কম্পিত ও ভীত হইতেছ?” আমি উত্তর করিলাম “আমার ধর্ম্ম পুত্রের মাতার সহিত আমার প্রণয় সঞ্চিত

হইয়াছিস সেই পাপেই আমি এইরূপ হইতেছি।” সেই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি কহিল “মূর্খ এবিষয়ে কি আবার আত্মপর বিবেচনা আছে?” ইহা শুনিয়া আমি কতক শান্ত হইলাম। অনন্তর দিবা সমাগত প্রায় দেখিয়া ঐ মূর্ত্তি সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইল।